আদি ও আসল

নকশে সোলেমানী তাবিজের কিতাব

মিশরীয় কেরামতসহ

www.kobirajibook.com

আদি ও আসল নকশে সোলেমানী তাবিজের কিতাব

আদি ও আসল

নক্‌শে সোলেমানী তাবিজের কিতাব

রচনা ও সম্পাদনায়

হযরত মাওলানা শাহ্‌রিয়ার ইবনে মাহবুব

অক্সফোর্ড ডিকশনারী পাবলিকেশন্স

৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

www.kobirajibook.com

সূচিপত্র

বিষয় ..... পৃষ্ঠা

সহীহ্ আমলের আগে করনীয় নিয়মাবলী ৭

হালাল উপার্জন ও সত্য বলা ৭

শরীর ও পোষাকের পবিত্রতা ৯

দোয়া কবূল হওয়ার ভাল সময় ৯

আমল করার জন্য নির্জন স্থান ৯

আমল আরম্ভ করার পূর্বে দুরূদ শরীফ পড়া ১০

সাতদিনের মুয়াক্কিলগণের নিয়মাবলী ১১

চার দিকের মুয়াক্কিলগণের নাম ১২

ইস্‌মে আযম ১২

হাফ্‌ত্ ইশকালের বিবরণ ১৪

তাবিজ ও আমালিয়াত ১৫

ভালবাসা বৃদ্ধির করার তাবিজ ২২

জীব-জন্তু ও মাছ শিকারের করার তাবিজ ২৫

রিযিক বৃদ্ধি ও সম্পদশালী হওয়ার আমল ও তাবিজ ২৯

পলাতক ব্যক্তির সন্ধান লাভের আমল ২৯

জ্বিন সংক্রান্ত তদবীর ৩০

জ্বিন পরীক্ষা ও হাজিরা ৩১

জ্বিন আটক করা ৩২

জ্বিন তাড়ানোর পদ্ধতি ৩৩

বাড়ী বন্ধকরণ ও তার নিয়ম ৩৮

যাদুক্রিয়া নষ্ট করার তদবীর ৪০

শরীর বন্ধ করার নিয়ম ৪২

অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদের ৪৩

পরমুখী স্বামী বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার উপায় ৪৩

হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার উপায় ৪৪

চোর ডাকাত হতে ঘর নিরাপদ রাখার উপায় ৪৪

www.kobirajibook.com

বিষয় ..... পৃষ্ঠা
চোর চেনার বিশেষ তদবীর ৪৫
চোর-ডাকাত পলায়ন বন্ধের উপায় ৪৫
অভাব অনটন দূর করার তদবীর ৪৬
রুযী বৃদ্ধির তদবীর ৪৬
রুযীতে বরকত লাভের তদবীর ৪৭
ঋণ পরিশোধ করার তদবীর ৪৭
রুযী বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের অন্য তদবীর ৪৭
অভাব অনটন দূর করার আমল ৪৮
রুজীতে বরকত শত্রুর অনিষ্টতা ও যাদু নষ্ট করার তদবীর ৪৮
সম্মান লাভ ও নিরাপদে থাকার তদবীর ৪৯
মুশকিল আছানের তদবীর ৪৯
জালেমের জুলুম হতে রক্ষার তদবীর ৪৯
রাজ মোহিনী তাবিজ ৪৯
বহু মূত্রাশয় রোগের চিকিৎসা ৫৩
পাথরী রোগের চিকিৎসা ৫৫
যৌন রোগের চিকিৎসা ৫৭
ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা ৫৮
পুংলিঙ্গ ব্যাধির চিকিৎসা ৬০
গর্মি বা সিফিলিস রোগের চিকিৎসা ৬১
গনোরিয়া রোগের চিকিৎসা ৬২
স্ত্রীলোকের যৌন ব্যাধির চিকিৎসা ৬৩
স্বপ্নদোষের চিকিৎসা ৬৪
অর্শ রোগের চিকিৎসা ৬৫
ভগন্দর রোগের চিকিৎসা ৬৬
বাগী রোগের চিকিৎসা ৬৭
গোদ বা শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা ৬৮
গোড়শূল রোগের চিকিৎসা ৬৯
www.kobirajibook.com

বিষয় ..... পৃষ্ঠা
কোমর বেদনার চিকিৎসা ৬৯
ফোঁড়া ও ব্রন রোগের চিকিৎসা ৭০
যে কোন জ্বরের তদবীর ৭১
চর্ম রোগের চিকিৎসা ৭৩
বিষ নষ্ট করার ব্যবস্থা ৭৪
কুকুরের কামড়ের বিষ চিকিৎসা ৭৭
শিশু রোগের চিকিৎসা ৭৭
সাধারণ রোগের চিকিৎসা ৭৭
জ্বিনের নজরজনিত রোগে ৭৮
কলেরা রোগের চিকিৎসা ৮২
বসন্ত রোগের চিকিৎসা ৮৩
বেদনা রোগের চিকিৎসা ৮৪
তেলেসমাতে ফালাকি ৮৬
কুরআনের আয়াত ও আল্লাহ্ তাআ'লার
পবিত্র নামসমূহ ৮৭
আরবী হরফসমূহের বিবরণ ৯০
হরফের মর্যাদা ও খাসিয়াত ৯১
পবিত্র কুরআনের সূরানাম সমূহের গুণাবলী
নকশার তাবীজ ও আমল ১০৬
সূরা ফাতিহা ১০৮
সূরা বাক্বারাহ্ ১১১
সূরা আলে ইমরান ১১১
সূরা নিসা ১১২
সূরা মায়েদাহ্ ১১৩
সূরা আনআ'ম ১১৩
সূরা আ'রাফ ১১৪
www.kobirajibook.com

বিষয় ..... পৃষ্ঠা
সূরা আনফাল ১১৪
সূরা তাওবাহ্ ১১৫
সূরা ইউনুস ১১৫
সূরা হূদ ১১৬
সূরা ইউসুফ ১১৭
সূরা রাআ'দ ১১৭
সূরা ইবরাহীম ১১৮
সূরা হিজ্‌র ১১৯
সূরা নাহ্‌ল ১১৯
সুরা বনী ইসরাঈল ১২০
সূরা কাহ্‌ফ্ ১২০
সূরা মারইয়াম ১২১
সূরা ত্বোহা ১২১
সূরা আম্বিয়া ১২২
সূরা হা-জ্জ ১২৩
সূরা মু'মিনূন ১২৩
সূরা নূর ১২৪
সূরা ফুরক্বান ১২৪
সূরা নাম্‌ল ১২৫
সূরা ক্বাসাস ১২৬
সূরা আনকাবূত ১২৬
সূরা রূম ১২৭
সূরা লুক্বমান ১২৭
সূরা সাজদাহ্ ১২৮
www.kobirajibook.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সহীহ্ আমলের আগে করনীয় নিয়মাবলী

যে কোন শাস্ত্র শিক্ষায় ওস্তাদ ও শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। ওস্তাদ ও শিক্ষক ছাড়া কেহ কখনো কোন শিক্ষা লাভ করতে পারে না। বিশেষ করে তাবীজাত শাস্ত্রে শিক্ষালাভ ও পারদর্শিতার জন্য ওস্তাদ ও শিক্ষকের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত অপরিহার্য। কোন লোক এ শাস্ত্র শিক্ষা করতে চাইলে প্রথমেই একজন কামেল ওস্তাদের নিকট আমালিয়াত ও তাবীজাতের নিয়ম কানুন শিক্ষা করতে হবে। অতঃপর তিনি যদি এ শাস্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দেন; তবেই চিকিৎসা শুরু করতে পারে। ওস্তাদ যেভাবে বলবেন সেভাবেই আমল ও তাবীজ করতে হবে। কোন ব্যতিক্রম করা যাবে না। ওস্তাদ যা কিছু বলেন তা সম্পূর্ণ সঠিক একথা মনে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে। তার কথা ও নির্দেশকে সম্পূর্ণ সত্য মানতে হবে। এ ব্যাপারে মনে কোন প্রকার সংশয় থাকতে পারবে না। তবেই আমলের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে শ্রম কখনো পন্ড হবে না। ওস্তাদের নির্দেশ বা অনুমতি ছাড়া যদি কোন আমল করা হয় এবং আমলের শর্তাবলীও পুরণ করা হয়, তবুও সে আমল দ্বারা কোন উপকার হবে না। এ কারণেই নির্বোধ লোকেরা আমল করে প্রতিক্রিয়ার কবলে পতিত হয় এবং পাগল হয়ে ঘুরতে থাকে। এরপর শত চিকিৎসা করায়েও আরোগ্য হয় না। সুতরাং আমলকারী ব্যক্তির সর্বাগ্রে কর্তব্য হচ্ছে একজন সুদক্ষ ও কামেল লোকের শরণাপন্ন হয়ে তার নির্দেশ, পরামর্শ ও অনুমতি নিয়ে আমল শুরু করা।

হালাল উপার্জন ও সত্য বলা

রাসুলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা তোমাদের আহার্যকে পবিত্র করবে, তা হলে তোমাদের দোয়া কবুল হবে।" বর্ণিত আছে, যদি এক লোকমা পরিমাণ হারাম খাদ্য কারও পেটে যায়, তা হলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দোয়া আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। বরং অন্তরে কালিমা সৃষ্টি হয়। বড় বড় বুযুর্গানে

www.kobirajibook.com

দ্বীন বলেছেন, অতি-ভোজন ও বেশী সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করে চলা একজন আমেল ও সাধক ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা যখন কোন দোয়া কালাম পড়তে থাকে তখন অতি-ভোজনের কারণে অলসতা দেখা দেয়, নিদ্রার প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে মনের একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতায় ব্যাঘাত ঘটে শ্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

আমলকারী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে মিথ্যা বলা অবশ্যই বর্জন করা। কোন লোক মুখ দ্বারা মিথ্যা কথা বললে তার মুখের তাছীর ও ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহ করার ফলে তার আমল বা তাবীজ দ্বারা কোন উপকার হয় না। আমেল ব্যক্তির জন্য বেশী বেশী নফল রোযা রাখাও কর্তব্য। কেননা হাদীস শরীফে আছে, রোযাদার ব্যক্তির দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। কোন আমল শুরু করলে তার আগে কিছু দান সদকা করা উত্তম। এর ফলে আমলের সমাপ্তি শুভ হয় এবং ফলাফলও পুরাপুরি লাভ হয়। কেনুনা গরীব মিসকীন খুশী হলে আল্লাহ তাআ'লাও খুশী হন এবং তাঁর দয়া ও রহমতের করুণা, বর্ষিত হয় দেয়। দান সদকাকারী আল্লাহ তাআ'লার পেয়ারা বান্দায় পরিণত হয়। দান সদকার উপকারীতার কথা হাদীসের কিতাবে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। মোটকথা আমেল ব্যক্তির জন্য হালাল রোযী আহার করা, মিথ্যা বর্জন করা, নফল রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য। আর দান সদকা করা খুব সুফল দায়ক ও আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি লাভের সহায়ক।

আমলকারী ব্যক্তিকে কোন কোন খাদ্য দ্রব্য বর্জন করতে হবে। যখন কোন আমল শুরু করবে তখন মাছ, গোশত, ডিম, দুধ এবং ঝিনুকের চুন আহার করবে না। শাস্ত্রমতে এগুলো জালালী খাদ্য। এছাড়া দুধ, দধি এবং হলদে রংয়ের তৈলও আহার করবেনা। এগুলোকে জামালী খাদ্য বলা হয়। এছাড়া দূর্গন্ধযুক্ত জিনিসগুলোও বর্জন করতে হবে। যেমন পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি। কেননা ফেরেশতাগণের কাছে এসব জিনিস অপসন্দনীয়। হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুর্গন্ধময় জিনিস আহার করে সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। কোন লোক যখন আমলে মশগুল হয়, তখন সে আমলের মুয়াক্কিল সেখানে উপস্থিত হয়। তখন যদি তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তখন মুয়াক্কিল অত্যন্ত কষ্ট ও অস্থিরতা বোধ করতে থাকে। ফলে ফায়দার পরিবর্তে ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক।

www.kobirajibook.com

শরীর ও পোষাকের পবিত্রতা

আমেল ব্যক্তিকে সর্বদা দেহ ও পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখতে হবে। আমল পাঠ বা তাবীজ লিখতে ইচ্ছা করলে হয় গোসল করবে নতুবা অযু করবে। অযু বা গোসল ছাড়া কখনো আমল শুরু করবেনা। কাপড় ও পোষাক পরিচ্ছদ সর্বদা পবিত্র রাখবে। পোষাকের পবিত্রতার ফলে অন্তকরণও পবিত্র থাকে। যে স্থানে বসে আমল করবে বা তাবীজ লিখবে সে স্থানটিও পবিত্র হতে হবে। সেখানে সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হতে হবে। স্থানটিতে সুগন্ধি জ্বালিয় সৌরভময় করতে হবে। মাটির উপর বিছানা করে বসা ই উত্তম। এর দ্বারা বিনয়তা প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআ'লা বিনয়তাকে খুব পছন্দ করেন। এছাড়া আমলের স্থানটি অন্ধকার হলে ভাল হয়।

দোয়া কবূল হওয়ার ভাল সময়

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, তাহাজ্জুদের সময়, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, সুবহে সাদিকের সময়, সূর্যোদয়ের সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া করলে তা আল্লাহ তাআ'লার নিকট কবুল হয়। গ্রহবিদগণ সময়ের শুভ-অশুভ এবং গ্রহসমূহের জন্য নজর-নিয়ায, তাদের শুভ-অশুভ, উদয়ন-পতন ইত্যাদি নির্ধারণ করে তদানুযায়ী কাজ করার পরমার্শ দেন। যেমন কামার তারকার সময় মহব্বত ও প্রেম ভালবাসার তাবীজ লিখতে হয়। যাহল তারকার সময় শত্রুতা ও বিচ্ছেদের তাবীজ লিখতে হয়। আমল পাঠ বা তাবীজ লিখতে হলে এসব সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কোন তারকাটির সময় কখন এবং তার ক্রিয়া কি, তা লক্ষ্য করে আমল ও তাবীজ করা উচিত।

আমল করার জন্য নির্জন স্থান

আমলকারী ব্যক্তির কর্তব্য হল, যখন সে কোন আমল করতে ইচ্ছা করে তখন সে নির্জন ও নিভৃত স্থানে বসে আমল করবে। লোকজন, নারী ও বালক বালিকাদেরকে এ সময় দূরে রাখবে। সাহচর্যের একটি ক্রিয়া আছে। এদের সাথে মেলামেশায় বাতেনি জগতে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। মনটি আল্লাহর দিকে অভিনিবেশ হয় না। এহ্‌ইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কিতাবে নির্জনতা অবলম্বনে অনেক উপকারীতার কথা উল্লেখ আছে। এগুলো জানতে চাইলে তাসাউফের গ্রন্থসমূহ পাঠ করা উচিত। আমল করার সময় সর্বদা কেবলার দিকে ফিরে খুব বিনয়তা ও

www.kobirajibook.com

একনিষ্ঠতা নিয়ে বসবে। আওয়ারেফ গ্রন্থকার লিখেছেন, নির্জনবাসে আমলকারী ব্যক্তি নামাযের বৈঠকে বসার ন্যায় বসবে। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র এসেমসমূহ পাঠ করবে। যেমন يا باسط يا وهاب এসেমসমূহের যাকাত দিবে বসে (পাঠ করার মাধ্যমে)। এ সময় খেয়াল করবে যে এ নামসমূহ হচ্ছে মহান আহকামুল হাকিমীনের নাম। এ নামসমূহের তাজীম করা আমাদের প্রতি ফরয। যেমন কুরআনের কোন আয়াত যাকাতের উদ্দেশ্যে পড়লে মনে করবে যে আসল বাদশাহ্‌রই ফরমান পাঠ করতেছ। তার কালামের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়া এবং তাজীম করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। সেই মহান সত্তার কালাম, যা আমাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে এটাই আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। আমল পাঠ কালে মনটি খুব বিনীত রাখবে এবং আল্লাহর দিকে ধ্যানমগ্ন থাকবে।

আমলের ফলাফল যখন যৎসামান্য প্রকাশ পায় তখন নিরাশ হয়ে আমল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং অনবরত আমল করতে থাকবে। আমলকে পরিত্যাগ করবে না এবং নিরাশও হবে না। একথা কখনো ভাববে না যে এতদিন আমল করলাম, কোন ফল দেখতেছি না। সুতরাং সময় নষ্ট করে লাভ নেই। অনেক সময় অসতর্কতা হেতু এবং কোন ভুল ভ্রান্তির কারণে আমলের ক্ষতি হয়। পূরোপুরিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত শর্তাবলী পালন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না। ফলাফল না দেখলেও পরিশ্রম পন্ড হয় না। বরং আমল ক্রিয়াশীল হওয়ার ব্যাপারে শক্তি সঞ্চার করে। আমলের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে সাধনার পথে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দন্ডায়মান থাকা। এক চিল্লায় ফলাফল প্রকাশ হলে ভাল কথা। নতুবা দুই চিল্লা পর্যন্ত আমল করতে থাকবে। মনে কখনো সংশয়কে স্থান দিবে না। সাধনায় আমি অবশ্যই সফল হব। মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে।

আমল আরম্ভ করার পূর্বে দুরূদ শরীফ পড়া

আমলকারী ব্যক্তি যখন কোন আমল পাঠ করতে অথবা তাবীজ লিখতে বসবে, তখন শুরুতে ও শেষে দুরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করবে। কেননা হযরত সোলায়মান দারানী (রঃ) প্রাচীন বুযুর্গানদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন

www.kobirajibook.com

আল্লাহ তাআ'লার কাছে কোন কিছু চাইবে এবং দোয়া করবে তখন প্রথমেই দূরূদ পাঠ করবে। আর দোয়ার শেষেও দুরূদ পাঠ করবে। আল্লাহ তাআ'লা দূরূদকে অবশ্যই কবুল করবেন। আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও অনুগ্রহের দাবী এমন হয়না যে দোয়ার প্রথম অংশ ও শেষের অংশ কবুল করবেন, আর মধ্যের অংশ করবেন না। বরং সবটাই তিনি কবুল করেন। মোটকথা আমল করা ও তাবীজ লেখার অগ্রে ও শেষে আমেলকে বেশী বেশী করে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। আর সর্বদা উপকার ও কল্যাণের আশা পোষণ করতে হবে।

সাতদিনের মুয়াক্কিলগণের নিয়মাবলী

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রঃ) তাঁর "সাররুল মাসউনা অল জাওয়াহিরুল মাকনুনা" গ্রন্থে লিখেন, প্রত্যেক আমেল ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে সাতদিনের মুয়াক্কিল ফেরেশতাগণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। শনিবার দিনের মুয়াক্কিল কে রবিবার দিনের মুয়াক্কিল কে, এমনিভাবে অন্যান্য দিনের মুয়াক্কিলদের নাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যেদিন কোন ব্যাপারে আমল শুরু করবে, সেদিন খুব আদব ও ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে তাদের নাম উচ্চারণ করা এবং তাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া। যাতে মনের মাকসূদ পূরণ হতে বিলম্ব না হয়। প্রত্যেক দিনের জন্য দুইজন করে ফেরেশতা মুয়াক্কিল নিয়োজিত আছেন। একজন উর্দ্ধমণ্ডলের আকাশ জগতে। আর অপরজন নিম্নমণ্ডলের পৃথিবীর জগতে। তাদের নাম হচ্ছে এই ঃ

(১) শনিবারের মুয়াক্কিল হচ্ছে উর্দ্ধমণ্ডলে হাসদিয়াঈল ফেরেশতা এবং নিম্ন জগতে আছেন আবু নূহ মায়মূনুস্ সাজান ফেরেশতা।

(২) রবিবারের মুয়াক্কিল ফেরেশতা হচ্ছেন উর্দ্ধমণ্ডলে দোনিয়াঈল (আঃ) এবং নিম্নজগতের অর্থাৎ পৃথিবীতে আবু আবদুল্লাহ মুযহাব (আঃ)।

(৩) সোমবারের মুয়াক্কিল ফেরেশতা হচ্ছেন উর্দ্ধমণ্ডলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এবং তার খাদেম শামকাঈল (আঃ)। এর নামও স্মরণ করবে। আর নিম্ন জগতে হচ্ছে আবু আবদুল্লাহ হারিছ।

(৪) মঙ্গলবারের মুয়াক্কিল ফেরেশতা হচ্ছেন উর্দ্ধমণ্ডলে সালসাঈল (আঃ) আর নিম্নজগতে হচ্ছেন আরদিল আহমর।

(৫) 'বুধবারের মুয়াক্কিল ফেরেশতা হচ্ছেন উর্দ্ধমণ্ডলে মিকাঈল (আঃ) এবং তার খাদেম নাওয়াঈল ফেরেশতা। আর নিম্ন জগতের মুয়াক্কিল ফেরেশতার দুইটি নাম। একটি হচ্ছে দোবায়াহ আর অপরটি হচ্ছে ইরকান।

www.kobirajibook.com

(৬) বৃহস্পতিবারের মুয়াক্কিল হচ্ছেন উর্দ্ধমণ্ডলে সুফিয়াঈল ফেরেশতা এবং নিম্ন জগতে সাইয়্যেদ শাহুদাস ফেরেশতা।

(৭) শুক্রবারের মুয়াক্কিল হচ্ছেন উর্দ্ধমণ্ডলে আঈনাঈল ফেরেশতা। আর নিম্ন জগতে আবদুর রহমান। এর উপাধি হচ্ছে আবইয়াদ।

চার দিকের মুয়াক্কিলগণের নাম

যে ব্যক্তি আমেল হবেন উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমের মুয়াক্কিল ফেরেশতাদের নামও তার জানা থাকা উচিত। আর আমল সফল হওয়ার ব্যাপারে তাদের ওসীলা গ্রহণ করাও কর্তব্য।

(১) পূর্ব দিকের প্রধান মুয়াক্কিল হচ্ছেন দালিয়ায়েল ফেরেশতা। এর সহকারী দুইজনের নাম হচ্ছে যথাক্রমে হামাঈল ওহুমু এবং কাযাঈল ওসামাঈল।

(২) পশ্চিম দিকের প্রধান মুয়াক্কিল হচ্ছেন দারদায়েল এবং তার সহকর্মী তিনজন হচ্ছেন জিরকায়েল কাসমাঈল ও শোইয়ায়েল। কিবলার প্রধান মুয়াক্কিল হচ্ছেন আয়নায়েল এবং তার তিন সহকর্মী হচ্ছেন ফারগোয়েল তাহীল ও আললাওল।

(৩) উত্তর দিকের প্রধান মুয়াক্কিল হচ্ছেন সারফায়েল এবং তিনজন সহকর্মীর নাম হচ্ছে কামইয়ায়েল মারহাবাইয়েল ও হারমাকাইয়েল।

(৪) দক্ষিণ দিকের প্রধান মুয়াক্কিল হচ্ছেন আসিয়ায়েল। আর তার দুই সহকর্মীর নাম হচ্ছে কামইয়ায়েল ও তাইয়ায়েল।

ইস্‌মে আযম

কুরআন মজীদের কোন্ আয়াতটি ইস্‌মে আযম সে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্যতা বিদ্যমান। কতক বুযুর্গান বলেছেন, ইস্‌মে আযম একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা নির্দিষ্ট নাম। কিন্তু কোনটি তা কাহারো জানা নেই। আল্লাহ তাআ'লা এটি গোপন রেখেছেন। যেমন গোপন রেখেছেন কদরের রাত্রটি এবং দোয়া কবুলের সময়টি। কিন্তু যার বেলায় ইচ্ছা হয় তাকেই আল্লাহ তাআ'লা এ বিষয় অবহিত করেন।

১। কতক বুযুর্গান বলেছেন, ইস্‌মে আযম নির্দিষ্ট কোন নাম নয়। বরং আল্লাহ তাআ'লার যে নামটি নিয়ে খুব বিণয়তার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় সেটিই হচ্ছে ইস্‌মে আযম।

২। আবার কতক বুযুর্গানের মতে لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين আয়াত হচ্ছে ইসমে আযম।

www.kobirajibook.com

৩। কতকের মতে শুধু الله (আল্লাহ) নামটি হচ্ছে ইসমে আযম। আবার কতকের মতে الحى القيوم হচ্ছে ইসমে আযম।

৪। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, الم كهيعص হচ্ছে ইসমে আযম।

৫। কতক ওলামা থেকে একথাও পাওয়া যায় যে, ذو الجلال والاكرام হচ্ছে ইসমে আযম।

৬। বর্ণিত আছে যে, একবার আমীরুল মুমিনীন হযরত যায়নুল আবেদীন (রঃ) আল্লাহ তাআ'লার নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ তাআ'লা! আপনার ইসমে আযম কোনটি, তখন আল্লাহ তাআ'লা স্বপ্নে তাকে বললেন, এটি (নিম্নলিখিত) হচ্ছে আমার ইসমে আযম।

هو الله الذى لا اله الا هو رب العرش العظيم ـ

৭। কতক মনীষী বলেছেন, সূরা হাদীদের শুরুতে এবং সূরা হাশরের শেষে এসমে আযম নিহিত আছে।

৮। বর্ণিত আছে যে, ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে নবী করীম (সঃ) কে বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আপনার জন্য ইসমে আযম নাযিল করেছেন। এটা জান্নাতের বৃক্ষের পাতায় লিখিত ছিল। আর তা হচ্ছে এই ঃ

اللهم انى اسئلك باسمك المكنون الطاهر المطهر القدوس الحى القيوم الرحمن ذى الجلال والاكرام ـ

এ ইসমে আযম যে কোন উদ্দেশ্যে নিয়মিত পাঠ করলে সে উদ্দেশ্য হাসিল হবে। সে গরীব থাকলে ধনী হবে। রোগী হলে আরোগ্য লাভ করবে। শত্রুর অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকবে। কোন লোক এ দোয়াকে নিয়মিত পাঠ করলেই সে এর উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এর ফযীলত ও মাহাত্ম্য অনেক। অধিক জানতে হলে এ বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থাদী পাঠ করা যেতে পারে।

www.kobirajibook.com

হাফ্‌ত্ ইশকালের বিবরণ

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নিম্নলিখিত সাতটি সাংকেতিক রূপ (হাফ্‌ত্ ইশকাল) হচ্ছে ইসমে আযম। এটা লিখে নিজের সঙ্গে রাখলে সর্ব প্রকার বিপদ-আপদ ও বালা মুসিবত থেকে নিরাপদে থাকে।

(২) তাবীজ শাস্ত্রের পারদর্শী কামেলীন বুর্যুগান বলেছেন, শুক্রবার দিন প্রথম লগ্নে যে লোক এ হাফ্‌ত্ ইশকাল রৌপ্যের পাতে খোঁদাই করে নিজের কাছে রাখে, তার সমস্ত হাজত পূরণ হয় এবং সব মানুষ তার বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আর সব রকম বিপদ-আপদ ও বালা মুসিবত হতে ও নিরাপদে থাকে।

(৩) বিখ্যাত দরবেশ যিন্‌নূন মিসরী (রঃ) বলেছেন, আমি এ হাফ্‌ত্ ইশকালকে তিনটি স্থানে পরীক্ষা করে সত্য পেয়েছি ও উপকৃত হয়েছি। হাফ্‌ত্ ইশকালের নকশা কোন নৌকায় থাকলে সে নৌকা কখনো পানিতে নিমজ্জিত হবে না। যে ঘরে থাকবে সে ঘরে কখনো আগুন লাগবে না। যে মালামালের মধ্যে থাকবে সে মালামালের কোন ক্ষতি হবে না। কোন যোদ্ধা ব্যক্তির কাছে থাকলে শত্রুর অস্ত্র দ্বারা সে কোন আঘাত পাবে না।

(৪) কোন মেয়ের বিবাহ না হলে এ হাফ্‌ত্ ইশকাল লিখে তার বাহুতে বাঁধলে দ্রুত বিবাহের পয়গাম আসবে।

(৫) যে সব মহিলার গর্ভ স্থিতিশীল হয় না। এ হাফ্‌ত্ ইশকাল লিখে বাহুতে বাঁধলে তার গর্ভ স্থিতিশীল হয়। কোন রোগীকে এটা লিখে তার বাহুতে বাঁধলে সে রোগ মুক্ত হয়। সফরে গমন কালে হাফ্‌ত্ ইশকাল লিখে সঙ্গে রাখলে সহী সালামতে বাড়িতে ফিরে আসে। সফরে কোন বিপদ আপদের সম্মুখীন হয় না। হাফত্ ইশকাল এই ঃ

(৬) কোন ব্যক্তি হাফ্‌ত্ ইশকালের নিম্নলিখিত নকশা লিখে সঙ্গে ধারণ করলে সে আসমানী যমীনী সর্ব প্রকার বিপদ-আপদ ও বালা মুসিবত থেকে হেফাযতে থাকবে। এ নকশা হাজত পুরণ হওয়ার জন্য খুবই ফলপ্রসূ ও দ্রুত ক্রিয়াশীল। কামেলীন বুর্যুগান দ্বারা বহুবার এটা পরীক্ষিত। কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে লিখতে হবে ও ব্যবহার করতে হবে। আল্লামা দাক্‌বী শামসুল মাআরিফ গ্রন্থকার এবং আল্লামা রাযী প্রমুখ মনীষীগণ এর অনেক ফযীলত ও খাসিয়াত লিখেছেন। যারা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক তাদের উচিত সে সব কিতাব অধ্যয়ন করা।

www.kobirajibook.com

তাবিজ ও আমালিয়াত

মানুষের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ও হাজত পূরণ হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য চাওয়া উচিত। তাকেই ডাকা উচিত এবং তার পবিত্র নাম সমূহের তাসবীহ পাঠ করা উচিত। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ ادعونى استجب لكم অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকের জওয়াব দিব। মানুষ কোন সময় তাকে ডাকল, আর তাদের ডাকে আল্লাহ তায়ালা সারা দিলেন না এটা কখনোই হতে পারে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা ওয়াদা ও অঙ্গীকারসমূহ নিরেট সত্য। তার কখনও বিপরীত হয় না। যারা গৌরব, অহংকার প্রদর্শন করে এবং আসল মাবুদকে পরিত্যাগ করে অন্যান্যকে ডাকে, তাদের কাছে সাহায্য চায় এবং হাজত পূরণ করার জন্য তাদের আরাধনা করে, তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কুরআন মজীদ আমাদের জন্য বিরাট এক নেয়ামত। সমস্ত বিষয়ই তাতে বর্ণিত আছে। সুতরাং এ মহা গ্রন্থকে আমাদের আকড়িয়ে ধরা উচিত এবং তার প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা রাখা উচিত। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কুরআন থেকেই সে প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা উচিত। রোগ 'ব্যাধি হলে তা নিরাময়ের জন্য আয়াতে শেফা পাঠ করে দম করা উচিত অথবা লিখে গলায় দেওয়া উচিত। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ وننزل من القران ماهو شفاء অর্থাৎ কুরআন মজীদকে আমি আরোগ্য হিসেবে নাযিল করেছি। জীবনে অভাব অনটন দেখা দিলে কুরআন মজীদ থেকে কোন আয়াত পাঠ করা উচিত। মোটকথা যে কাজই করতে ইচ্ছা হয় তা কুরআন মজীদের সহায়তায় হতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা এক একটি আয়াত ও এসেমে লাখো লাখো তাছীর, ক্রিয়া, বরকত ও উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বর্তমান থাকবে। আর কামেল মুমিন বান্দাগণ তা থেকে হতে থাকবে উপকৃত।

দুনিয়ার সমস্ত কিতাবের মধ্যে কুরআন মজীদ হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। আর আসমাউল হুসনা বা আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র নামসমূহও সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মরতবার অধিকারী। জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার চেয়ে কুরআনের

www.kobirajibook.com

জ্ঞান সর্বোৎকৃষ্ট। দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ নেই যার জীবনে কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। কোন হাজত দেখা দেয় না। কতক লোক আছে তারা মাসক ও নেতাদের কাছে থাকে। তারা চায় যে মাসকগন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক। কতক লোক শাসকদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখার আশা পোষণ করে। কতক লোক জীবনে উন্নত হওয়ার আকাঙ্খা রাখে। কতক লোক আছে যারা সৃষ্টিকুল ও জিন পরী তাবেদার বানাবার জন্য মনে মনে খুব ইচ্ছুক। কতক গরীব লোক ধনশালী হওয়ায় আশা রাখে। কতকে দেশে বিদেশে থাকা কালে জান ও মালের নিরাপত্তা চায়। কতকে রোগগ্রস্ত হয়ে আরোগ্যের জন্য এ দিক সেদিক ছুটাছুটি করে। এমনিভাবে প্রত্যেকটি লোকের আশা আকাঙ্খা ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা আলাদা। তারা তাদের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়নে কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক পন্থায় সাহায্য ব্যতিরেকে কিভাবে তা পূরণ হতে পারে ? সুতরাং আমি মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্ব প্রকার আমল ও তাবীজাতের বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

❑ কোন ব্যক্তি যদি সাত দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সাতশত ছিয়াশী বার করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে তাহলে তার ব্যবসা বাণিজ্য খুব লাভজনক হয় এবং গরীব থাকলে সে মালদার হয়।

❑ কোন ব্যক্তি রাতকালে শয়নের সময় যদি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এগারবার পাঠ করে শয়ন করে, সে লোক রাতভর সমস্ত আপদ-বিপদ ও বালা মুসিবত থেকে হেফাযতে থাকে। এ রাতে তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটবে না।

❑ কোন লোক দরিদ্র হলে এবং অভাব অনটনের মধ্যে নিপতিত হলে সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের দিকে ফিরে তিনশত বার বিসমিল্লাহ এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করলে একবছর যেতে না যেতে আল্লাহর ইচ্ছায় সে ধনশালী হবে।

❑ কোন লোক অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হলে দিন রাতের মধ্যে এক হাজার বার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করলে তাড়াতাড়ি কয়েদ হতে মুক্তি লাভ করবে।

❑ কোন ব্যক্তি সত্তর বার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখে মৃত ব্যক্তির কফিনের মধ্যে রেখে দিলে সে মুনকার নাকিরের আগমনে ও জিজ্ঞাবাদে ভয় পাবে না। তার কবর নূরে আলোকিত হবে।

www.kobirajibook.com

❑ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন লোক যদি নিম্নলিখিত দোয়াটি সকাল বেলা সূর্যোদয়ের আগে পাঠ করে তাহলে সে পক্ষাঘাত ও প্যারালাইসিস রোগ থেকে এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যু হওয়া থেকে নিরাপদে থাকে।

بسم الله الذى لايضر مع اسمه شيئ فى الارض ولافى السماء وهو السميع العليم.

❑ কোন বালক বালিকার যদি স্মৃতি ক্ষমতা খুব দুর্বল হয় তা হলে চীনা বরতনে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (আরবীতে) লিখে ধৌত করে পান করালে তার স্মৃতি শক্তি ও মেধা বৃদ্ধি পায়।

❑ কোন লোক মুহররম মাসের পহেলা তারিখ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম একশত তেরবার লিখে তাবীজ করে সঙ্গে রাখলে সে বছরব্যাপী সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ ও বালা মুসিবত থেকে হেফাজতে থাকে।

❑ হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন লোক যদি প্রতি দিন তিরিশ বার নিম্ন লিখিত দোয়া পাঠ করে, সে লোক যাদুর আছর এবং বিষাক্ত রোগ ব্যাধির আক্রমণ এবং সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض ورب السماء بسم الله الذى لايضر مع اسمه شيئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم.

❑ শামসুল আরেফীন কিতাবে লিখেছে, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, কোন লোক যদি সূরা ফাতিহা উনিশ বার পাঠ করে কোন জালেম ব্যক্তির কাছে যায় তা হলে জালেম লোকটির অন্তর নরম হয়। তার প্রতি সে দয়াশীল হয়।

❑ কোন উদ্দেশ্য বা মাকসুদ হাসিল হওয়ার জন্য সূরা ফাতিহার পাঠ ফলপ্রসূ। তা পাঠে বিশেষ এক নিয়ম আছে। নিয়ম হলঃ কোন হাজত থাকলে মাছ গোশ্‌ত ও পেয়াজ রসুন এবং স্ত্রী সহবাস বর্জন করে সোমবার দিন রোযা রাখবে এবং সূরা পাঠের পূর্বে গোসল করবে। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এভাবে পাঁচ দিন একটি নির্জন ও অন্ধকারময় স্থানে বসে কিবলা মুখী হয়ে এক

www.kobirajibook.com

হাজার বার প্রতিদিন পাঠ করবে, পাঠের সময় কাহারো সাথে কথা বলবে না। আর প্রতি শতের পর দুরূদ শরীফও নিম্নলিখিত কসম পাঠ করবে।

দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে সূরা ফাতিহা প্রতিদিন একশতবার পাঠ করবে এবং পাঠ শেষে নিম্ন লিখিত কসম পাঠ করবে।

❑ তৃতীয় নিয়ম হচ্ছে শুক্রবার দিন বাষট্টি বার শনিবার দিন বায়ান্ন বার রবিবার দিন বিয়াল্লিশ বার ; সোমবার দিন বত্রিশ বার, মঙ্গলবার দিন বাইশ বার, বুধবার দিন বার বার এবং বৃহস্পতিবার দিন সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর একবার নিম্নলিখিত কসম পাঠ করবে।

❑ চতুর্থ নিয়ম হচ্ছে ফজর নামাজের পর সূরা ফাতিহা একুশ বার, জোহর নামাযের পর বাইশ বার, আসর নামাযের পর তেইশ বার মাগরিব নামাযের পর চব্বিশবার, এবং ইশার নামাজের পর দশবার পাঠ করে দুরূদ পাঠ করবে। আর একবার নিম্নলিখিত কসম পাঠ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় হাজত পূরন হবে।

কসম এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ـ الحمد لله رب العلمين ـ حمد الغوث وبقضل حمد الحامدين رب الاولولين ـ والاخرين ـ حمدا يكون لى رضا وحفظا عند رب العلمين ـ وجهة جميع الخلائق اجمعين الرحمن الرحيم الذى وحى الا قائم واختص موسى الكليم احى العظيم وهى العظام وحى رميم فهما اسمان عظيمان شفاء لكل سقيم مالك يوم الدين ليس له فى الملك شريك ولاصازع ولا معين اياك نعبد وبالاقرار ونعترف بالتقصير ونستغفرك من جميع الذنوب والا وزادو ونشهد ان لا اله الا انت وحدك لاشريك لك ونشهد ان محمد عبدك ورسولك ارسله بشيرا ونذيرا الى كافة سبحانك انى كنت من الظالمين ـ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت

www.kobirajibook.com

عليهم من النبين والصدقين والشهداء والصلحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اليهود والنصارى يارب اغفرلى امين وصلى الله على محمد واله واصحابه وسلم ـ

❑ কোন লোকের যদি কাশি ও যক্ষা রোগ হয় তা হলে কিছু লবণ নিয়ে নিম্ন লিখিত 'আয়াতে হেফাজত' পাঠ করে তাতে দম করে রোগীকে আহার করালে আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় রোগ নিরাময় হয়। এ ছাড়া কোন লোকের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকলে এ আয়াত লিখে তাবীজ বানিয়ে সঙ্গে রাখলেও আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদ থাকা যায়। আয়াতে হেফাজত এই ঃ

فالله خير حافظا وهو ارحم الرحمين ـ وهو القاهر فوق عباده يرسل عيكم حفظة ان ربى على كل شيئ قدير ـ وكنا لهم حافظين ـ وربك على كل شيئ ـ وعندنا كتاب حفيظ ـ لكل اواب حفيظ ـ ان عليكم لحافظين ـ وربك من كل شيطان مارد وحفظا ذالك تقدير العزيز العليم ـ وحفظا من كل شيطان رجيم ـ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون ـ له معقبات من بين ـ انت عليهم بوكيل ـ ان كل نفس لما عليها حافظ ـ بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ ـ

এর পর এই আয়াত লিখবে ঃ

فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ـ

সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস লিখে নিজের সঙ্গে রাখলে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ ও জ্বিনের আছর থেকে নিরাপদে থাকে।

www.kobirajibook.com

❑ কলিজায় বেদনা হৃদকম্প ও বুক ধরফর দফের জন্য একটি পবিত্র পাত্রে আয়াতুল কুরছী লিখে ধৌত করে পান করালে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগমুক্ত হয়।

❑ কোন লোক আসমানী যমীনী যাবতীয় বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকতে চাইলে মুহররম মাসের পহেলা তারিখ বিসমিল্লাহ সহ তিনশত ষাটবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। পাঠ শেষে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় বছর ব্যাপী সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

اللهم يامحول الاحوال حالى الى احسن الاحوال بحولك وقوتك ياعزيز يامتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم ـ

❑ কোন লোক শয়নের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সে রাতভর নিরাপদে থাকবে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, কোন লোককে যদি ভয় করে এবং তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করে, তা হলে মাগরিবের নামাযের পর দুই রাকায়াত 'নফল' নামায পড়বে। আর উভয় রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। শেষ সিজদায় গিয়ে আয়াতুল কুরসী তিনবার পাঠ করবে। ولا يوده حفظهما وهو العلى العظيم ـ তিনবার পাঠ করবে। আর এ দোয়াও পড়বে।

اللهم حل بينى وبين فلان بن كما حلت بين السماء والارض والجمناه عنى كما الجمت لساع عن دانيال عليه السلام بخق السماء الشريفة ـ

শত্রুর যবানবন্দির জন্য এ আমলটি পরীক্ষিত।

❑ কোন হাজত ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিলে এশার নামাযের পর দুই রাকায়াত নামায পড়বে। অতঃপর একচল্লিশবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে। প্রত্যেকবার পাট শেষে নিম্ন লিখিত দোয়া পাঠ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় হাজত পুরণ হবে এবং সমস্যার সমাধান হবে।

يا من يول فيكون افعل بى كذا وكذا

উচ্চারণ ঃ ইয়ামাই ইয়াকুল ফাইয়াকুনা ইফআ'লবী কাযা ওয়া কাযা।

www.kobirajibook.com

❑ কোন ব্যক্তিকে যদি ভয় পায় এবং তার দ্বারা ক্ষতি হওয়া আশংকা করে তা হলে তিনবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে এবং سلام قولا من رب الرحيم আয়াত তিনবার পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে পুর্ণ নিরাপদে থাকবে।

❑ কোন বিপদ আপদ দেখা দিলে রবিবার দিন রোযা রাখবে এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাখবে। রাতে বেশি ঘুমাবে না। একটি নির্জন কক্ষে বসে প্রতিদিন سلام قولا من رب الرحيم চারশত বত্রিশ বার পাঠ করবে। আর নিম্নলিখিত কসমটি ফজর নামাযের পর একবার, জোহর নামাযের পর একবার এশার নামাযের পর একবার পড়বে। কক্ষটিকে লোবান দ্বারা সৌরভময় করবে। প্রতিদিন গোসল করবে এবং মেশক বা আতর ব্যবহার করবে।

اللهم ليس فى السموات ذوات ولافى الارض غمزات ولافى الجبال مرادات ولا فى البحار قطرات ولافى العيون نحيطات ولا فى النفوس خطرات الاوهى بك والات ولك شاهدات ولى ملكائى متحيرات اسألك بتسخير بكل شيئ ان توفقينى لما يرضيك انت المستعان عليك الكلان ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔

এ আমল শুরুর বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোন এক লোক এসে তাকে সালাম করবে। আমল ব্যক্তি তার প্রতি কোন লক্ষ্য দিবে না। নিজের আমল পাঠে ব্যস্ত থাকবে। চল্লিশ দিন পর হাওয়ার পর দেখবে যে তার কক্ষটি আলোকময় হয়েছে। তার পর তার নিকট একজন মুয়াক্কিল আসবেন। তার সঙ্গে থাকবে অনেক মুয়াক্কিল। তাকে আস্‌সালামু আলাইকা বলবে এবং তার দিকে ফিরে নিজের উদ্দেশ্যের কথা তার কাছে বলবে। তখন সে মুয়াক্কিল আমেলকে সর্বদা সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিবে।

www.kobirajibook.com

❑ কোন দেশে বা অঞ্চলে যখন কলেরা রোগ দেখা দেয় তখন سلام قولامن رب الرحيم পাঠ করে পানিতে দম করবে। আর সেই পানি সকলকে পান করাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় কলেরা রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

ভালবাসা বৃদ্ধির করার তাবিজ

❑ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে হযরত মুসা (আঃ) এর মাতার নামটি নিম্নলিখিত নিয়মে লিখবে। প্রথমতঃ জাফরান করণফল ও লোবান মিশ্রিত করে জুমুআর দিন ইমাম সাহেব যখন মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান হয় অথবা জুমুআ'র দিন সূর্যোদয়ের সময় লিখবে। তাবীজ বানিয়ে লোবান জ্বালিয়ে ধুম্র দিয়ে স্বামী স্ত্রীর শয়ন খাটে বালিশের নীচে রেখে দিবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহব্বতের জোয়ার দেখা দিবে।

طسوم طسوم عليوم عليوم علوم علوم كلوم كلوم جيوم جيوم قيوم قيوم ديوم ديوم سجان بذكره تطمئن القلوب فلان بن فلانة اللهم يا من ادخل من ادخل محبة يوسف في قلت زليخا ويامن ادخل محبة موسى فى قلب اسية بنت مزاحم ادخل محبة فلان بن فلان ـ اللهم يامن ادخل محبة محمد صلى الله عليه وسلم فى قلب خديجة بنت خويلد وعائشة بنت ابى بكر ادخل محبة كذا فى قلب كما ادخلت الليل فى النهار والنهار فى الليل والذكر فى الانثى لو انفقت مافى الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ـ لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ـ

❑ কোন মহিলা বা পুরুষকে বাধ্য করার জন্য নিম্নলিখিত তিলিসমাতটি জুমুআ'র দিন ইমাম মিম্বরে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় লিখবে এবং উদ মুস্তাগী ও গোগল জ্বালিয়ে ধুম্র দিবে। অতঃপর এ তাবীজটি বঞ্চিত ব্যক্তির ঘরে রাখবে। আল্লাহর রহমতে সে তার বাধ্য হয়ে যাবে।

www.kobirajibook.com

❑ কোন লোককে বাধ্য করতে ইচ্ছা করলে নিম্নলিখিত তিলিসমাত সাতখানা কাগজে লিখে এক একখানা এক একদিন জ্বালাবে। তাবীজের নীচে উভয়ের নাম ও তাদের মাতার নাম লিখতে হবে। কলম হবে রায়হানের এবং কালি হবে মেশকের। তিলিসমাত লিখার নিয়ম এই।

শনিবার ঃ

توكلوا يا خدام هذه الاسماء وحركوا روحنية المحبة والمودة والالفة بيه فلان بن فلان بالمودة التامة الدائم بحق هذه الاسماء عليكم وطامتها لديكم سع علح فه فى

রবিবার ঃ

عطفت قلب ٢٥٢ على ٢٥٢ بحق هذا الاسماء

٧٢٨ ٣٢٥ ٥٤٢ ٦٢٣ ٥١١ + + ٢١٣١١ محوكاس

সোমবার ঃ

احرقت قلب ٢٥٢ على محبة ٢٥٢ والقيت بينهم المحبة والمودة بحق هذا لاسماء حاك ومـــ ٣١ محيل مرحطه له سماعه صـــه حرحى

মঙ্গলবার ঃ

احرقت قلب كذا وكذا واخذته وجدته الى محبته كذ اكذا الا يقتوقان ابدا حق يشيب الغراب جذبت قلب كذا وكذا الى محبة كذا وكذا او حرقته بالنار كما تحرق هذا الاسماء واجبوا باحد هذا الاسماء بما امرتكم به اهيا الوحا بحق هذا الاسماء حست حح عم ع لطم محلسلسلسل

www.kobirajibook.com

বুধবার ঃ

توكلوا ياخد ام هذا الاسماء والفلقطويات بالقاء المحبة والمودة فى قلب كذا وكذا وحوكوا روحانيت لى محبة كذا وكذا الانفاد قه ليلا ونهارا ولا بعضى له قولا ولا مخالف بامرا بحق هذا الاسماء وجررنها وعرشها عليكم

বৃহস্পতিবার ঃ

لوكلو ياخذا ام هذا الاسماء بحق الملك الموكل عليكم اطا محصحطا هئيل ان يتوكلوا بجلب كذا كذا الى كذا كذا القوا بينهما المحبة والمودة والقربى بحق هذا الاسماء عليكم ححا طلعلسلخا هطيل كان اعد حلخل هههليل

শুক্রবার ঃ

توكلوا باخد ام هذا الاسماء مجلب وجلب وجدب وجدب كذا وكذا الى محبج كذا وكذا والقوا بينهما الاهة والمودة بحق هذا الاسماء

পয়ত্রিশ ঃ কোন ব্যক্তি নিম্নলিখত ددد এসেমের নকশাটি লিখে নিজের সঙ্গে লাখলে সৃষ্টি কুলের মনে তার জন্য মহব্বত পয়দা হবে।

❑ নিম্নলিখিত নকশাটি হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর হুলিয়া মুবারকের নকশা। কোন লোক এ নকশা লিখে নিজের সঙ্গে রাখলে সে মানুষের কাছে খুব মান ইজ্জত লাভ করে আমীর বাদশাহ শাসক সব তার প্রতি দুর্বল থাকে।

www.kobirajibook.com

জীব-জন্তু ও মাছ শিকারের করার তাবিজ

❑ খাওয়াসে ইবনে তায়মী গ্রন্থে লিখেছে যে, কোন লোক যদি চায় যে জীব জন্তু ও পশু পক্ষি তার অনুগত থাকুক এবং ভালভাবে সে যেন শিকার ধরতে সুযোগ পায়, তা হলে যায়তুন গাছের তক্তার একদিকে يايها الذين امنوا ليبالوكم হতে اليم (সূরা মায়েদাহ্ – ৯৪) পর্যন্ত এবং অপর দিকে الطير محشوره كل له اواب (সূরা ছোয়াদ– ১৯) মূরালিখে নিজের সঙ্গে ধারণ করবে।

ɿ নিম্নলিখিত নকশাটি হরিণের চামড়ায় লিখে নীচে প্রেমিকার নাম লিখবে। আর শিকারী ব্যক্তি শিকারে যাওয়ার সময় এ তাবীজ লিখে নিজের সঙ্গে রাখবে এবং প্রেমিক ব্যক্তি নিজের গলায় ঝুলাবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে বাধ্য হবে।

❑ অধিক পরিমাণে মাছ শিকার হওয়ার জন্য একখানা তামার পাত্রের একদিকে يا يها الذين امنوا لبيلوكم হতে اليم পর্যন্ত লিখবে (সূরা মায়েদা– ৯৪)। অপরদিকে احل لكم سيد لبحر البحر হতে تحشرون পর্যন্ত (সূরা মায়েদা–৯৬)। আর এ পাতখানা কাপড়ের সাথে সেলাই করে বাহুতে বাঁধবে। আল্লাহর ইচ্ছায় প্রচুর মৎস্য শিকার হবে।

❑ যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ও গৃহযুদ্ধ লেগে যায়, তখন ونزعنا مافى صدور هم من غل পর্যন্ত আয়াত কালিহীন কলম দ্বারা মিষ্টি

www.kobirajibook.com

দ্রব্যের উপর লিখে সকলকে খাওয়ালে তারা সকলেই অনুগত হয়। তাদের মন থেকে গোস্‌সার আগুন নির্বাপিত হয়। শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল শিরোনাম

❑ কোন এক সময় হযরত খিজির (আঃ) এর সাথে হযরত আলী (রাঃ) এর সাক্ষাৎ হলে যখন তিনি বললেন, হুজুর যুদ্ধে যাতে বিজয়ী থাকতে পারি সেজন্য আপনি আমাকে কিছু তদবীর শিক্ষা দিন। তখন হযরত খিজির (আঃ) বললেন,

এই দোয়া যুদ্ধ শুরু হলে পাঠ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ী হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ اللهم انى اسئلك بحق الم والم والمص والر والر وكهيعص وطه وطسم وطس ويس وص وحم وحم وحم عسق وحم وحم وحم و ق و ن ويامن هو هو هو الا هو اغفرلى وانصر نى انه على كل شيى قدير ـ

❑ ধর্মের শত্রুদেরকে ধ্বংস ও হালাক করার জন্য তাদের ঘরে নিম্নলিখিত নকশাটি লিখে রেখে দিবে। আল্লাহর হুকুমে ধ্বংস হবে।

٤٣٢	٣١٧	٢٣٤٩	٤٢٣	٤٤٣٠	٩٣٥٩	١٣٤٣
٥٨٤٣	٤٣٤٢	٣٣٢٩	٤٣١٢	٤٣١٦	٢٢٢٢	٤٣١٨
٤٣٢	٣١٧	٢٣٤٩	٤٢٣	٤٤٣٠	٩٣٥٩	١٣٤٣
٤٣٢	٣١٧	٢٣٤٩	٤٢٣	٤٤٣٠	٩٣٥٩	١٣٤٣
٤٣٢	٣١٧	٢٣٤٩	٤٢٣	٤٤٣٠	٩٣٥٩	١٣٤٣

❑ কোন লোক অপর পৃষ্ঠার নকশাটি লিখে সঙ্গে রাখলে শত্রুর ধোকাবাজি ও প্রতারণা থেকে নিরাপদে থাকবে।

www.kobirajibook.com

٤٢٤٨	٢٢٤	٤٢٢١	٦٢٦٠	٤٤٤	٢٢٢١	٤٢١١
٤٢٤٣	٦٣٤١	٤٣٢١	٤٤٥	٢٣١٣	٣٠٤٨	٣٢٢٥
٤٢٢٩	٤٢١٢	٤٢٤٢	٢٤٦	٣٥٦	٣٢٤٢	٦٦٣
٢٣١٤	٣٣٥	٣٣٧	٣٢٢٤	٢٢٥٩	٣٢٣٠	٤٣٥١

❑ কোন লোক যদি শত্রুর উপর সর্বদা বিজয়ী থাকতে চায় নিম্নলিখিত নকশাটি রৌপ্যের পাতে খোঁদাই করে ধারণ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সর্বদা বিজয়ী থাকবে

❑ কোন ব্যক্তি যদি ياجبارى এসেমের নিম্নলিখিত নকশাটি তামার পাতে খোঁদাই করে জালেম ব্যক্তির ঘরে রাখে, তা হলে জালেম লোকটি ঘর ছেড়ে পালাবে। আর ياجبار (ইয়া জাব্বারু) এসেমটি দৈনিক একশত বার পাঠ করলে জালেমের উপর সে বিজয়ী থাকবে।

❑ নিম্নলিখিত নকশাটি লোহার আংটিতে খোঁদাই করে ঘরে ঝুলিয়ে রাখলে সর্বদা শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে।

٤٢٤٨	٢٢٤	٤٢٢١	٦٢٦٠	٤٤٤	٢٢٢١	٤٢١١
٤٢٤٣	٦٣٤١	٤٣٢١	٤٤٥	٢٣١٣	٣٠٤٨	٣٢٢٥
٤٢٢٩	٤٢١٢	٤٢٤٢	٢٤٦	٣٥٦	٣٢٤٢	٦٦٣
٢٣١٤	٣٣٥	٣٣٧	٣٢٢٤	٢٢٥٩	٣٢٣٠	٤٣٥١
٥٨٤٢	٤٤١٨	٤٢٧	٤٤١	٤٢٥٧	٤٣١٥	٤٣١٩
٥٨٤٣	٤٣٤٢	٣٣٢٩	٤٣١٢	٤٣١٦	٢٢٢٢	٤٣١٨
٤٣٢	٣١٧	٢٣٤٩	٤٢٣	٤٤٣٠	٩٣٥٩	١٣٤٣

❑ শত্রু দমন ও পরাজিত হওয়ার জন্য জুমুআর দিন শিশিরের পানি দ্বারা হরিণের চামড়ায় নিম্নলিখিত তাবীজ লিখে উদ ও আম্বর দ্বারা ধুম্র দিবে এবং নিজের সঙ্গে রাখবে। আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রু দমন থাকবে ও পরাজিত হবে।

www.kobirajlbook.com

ق	م	ه	ر	خ	ا	م	لا
ق	م	ه	ر	خ	ا	م	لا
م	ه	ن	م	ر	ی	ن	ل
ق	م	ه	ر	خ	ا	م	لا
م	ه	ن	م	ر	ی	ن	ل

❑ কোন লোক সূরা বাক্বারার শেষ রুকুতে امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে সে শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে।

❑ কোন লোক عزیز এসেমের নিম্নলিখিত নকশা লিখে সঙ্গে রেখে কোনও শাসকের কাছে গেলে সে তাকে সম্মান করবে এবং সাধারণ লোকদের কাছেও সে সম্মানিত হবে। আর তার জীবিকায়ও উন্নতি হবে।

১৯	২৯	৩০	১২
২২	২১	২১	২৭
২০	২৬	২৫	২৩
৩১	১৭	১৮	২৮

❑ কোন লোকের শত্রু যদি গ্রেফতার হয় এবং সে যদি চায় যে সে কয়েদখানায়ই থাকুক তা হলে اذخلو افی السلم আয়াত হতে لاتعلمون (সূরা বাক্বারা ২০৮ – ২১৬) পর্যন্ত লাল রংয়ের চামড়ায় লিখে فی এর নীচে এ কথা লিখবে।

مکشا مکشا یا فلان بن فلان بن فلان لبشا لبشا فلان بن فلان کشبا کشبا فلان بن فلانه تبتیط مکشا بلا زوال۔

এ তাবীজ লিখে কয়েদ খানার দুয়ারের নীচে পুঁতে রাখবে। শত্রু কয়েদখান হতে ছাড়া পাবে না।

www.kobirajibook.com

রিযিক বৃদ্ধি ও সম্পদশালী হওয়ার আমল ও তাবিজ

❑ জীবিকায় প্রচুর উন্নতি লাভের জন্য নিম্নলিখিত নকশাটি মুশতারী তারকার লগ্নে রৌপ্যের পাতে খোঁদাই করে নিজের সঙ্গে ব্যবহার করবে। নকশা কারক রোযাদার হবেন এবং লৈখার সময় উদ মুস্তাগী ও জাফরান জ্বালিয়ে ধুম্র দিবে।

নকশা এই ঃ

٦٨٧

٤٢٤٨	٢٢٤	٤٢٢١	٦٢٦٠	٤٤٤	٢٢٢١	٤٢١١
٤٢٤٣	٦٣٤١	٤٣٢١	٤٤٥	٢٣١٣	٣٠٤٨	٣٢٢٥
٤٢٢٩	٤٢١٢	٤٢٤٢	٢٤٦	٣٥٦	٣٢٤٢	٦٦٣
٢٣١٤	٣٣٥	٣٣٧	٣٢٢٤	٢٢٥٩	٣٢٣٠	٤٣٥١

❑ কোন লোক গরীব হয়ে পড়লে এবং অভাব অনটনের মধ্যে নিপতিত হলে শাবান মাসের পনের তারিখ অর্দ্ধরাতের সময় يارزاق এসেম এক হাজার বার পাঠ করলে সে ধনশালী হয়। আর নিম্ন লিখিত নকশাটি লিখে সঙ্গে রাখলে কখনো অপরের মুখাপেক্ষী হবে না।

ق	ا ر	ز	ر
٨١	٧٢٩	٣	٧
٨	١٠	٧٨	٨٩٨
٧٩٧	٧٩	٩	٤

পলাতক ব্যক্তির সন্ধান লাভের আমল

❑ পলাতক ব্যক্তিকে উপস্থিত করার জন্য নিম্নলিখিত নক্‌শাটি লিখে যে ঘর হতে পলায়ন করেছে সে ঘরে একটি দায়েরার মধ্যে নক্‌শাটি রেখে লোহা দ্বারা পিটাবে এবং লোহার সাথে তাগা দ্বারা বাঁধবে।

❑ কোন লোক যদি চোর চিনিতে চায় অথবা পলাতক ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে চায় তাহলে لو اردوا الخروج مع القاعدون (সূরা

www.kobirajibook.com

তাওবাহ্- ৪৬) পর্যন্ত আয়াত চন্দ্র মাসের প্রথম দিকে লিখে এক অন্ধকারময় ঘরের পবিত্র মাটিতে দায়েরা করে তার মধ্যে রাখবে। আর ঐ দায়েরার মধ্যে পলাতক ব্যক্তির নাম ও যাদের প্রতি সন্দেহ হয় তাদের নাম লিখবে। তার পর লোহার হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়ে তাবীজটি মাটির নিচে পুঁতে পবিত্র মাটির দ্বারা চাপা দিয়ে রাখবে। পলাতক ব্যক্তি চলে আসবে। আর চোর লোকটিও আপন থেকে ধরা দিবে।

❑ কোন লোকের মালামাল চুরি হলে অথবা কেহ পালিয়ে গেলে নতুন কাপড়ের উপর ولكل وجهة موليها হতে قدير (সূরা বাক্বারাহ্- ১৪৮) পর্যন্ত আয়াত লিখে যে স্থান হতে মাল চুরি হয়েছে বা লোক পালিয়ে গেছে সে স্থানে দেয়ালে কাপড়খানা পুঁতে রাখবে। শীঘ্রই চোরকে জানতে পারবে এবং পলাতক ব্যক্তিও ফিরে আসবে।

❑ কোন লোকের গোলাম পালাবার আশংকা থাকলে নিম্নলিখিত আয়াত লিখে তার গলায় দিলে সে পালিয়ে যাওয়া ও খিয়ানত করা থেকে বিরত থাকে।

ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى ان يهدنى سواء السبيل ولما ورد ماء مدين ..... مانقول وكيل ـ

❑ কোন লোক বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে নিম্নলিখিত নক্‌শাটি লিখে দেওয়ালে লোহার পেরেক দ্বারা লাগাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসবে।

انا لله وانا اليه راجعون		انا لله وانا اليه راجعون
كل الينا راجعون	فلان بن فلان	كل الينا راجعون
كل الينا راجعون		كل الينا راجعون
انا لله وانا اليه راجعون		انا لله وانا اليه راجعون

জ্বিন সংক্রান্ত তদবীর

মানুষের মধ্যে যেমন ভাল মন্দ আছে, জ্বিনের মধ্যেও তদ্রূপ আছে। জ্বিন যেহেতু আগুনের তৈরী এবং অদৃশ্যমান, তাই মন্দ জ্বিনরা এ সুযোগে মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

www.kobirajibook.com

❑ অবাধ্য জ্বিন জোরাজুরি করতে চাইলে আমলকারী সূরা জ্বিনের প্রথম হতে شطط পর্যন্ত তিন বার পড়ে রোগীর দু'হাতের কব্জি চেপে ধরবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঐ কব্জিতে দায়েরা দিবে। দু'পায়ের টাখনুতেও এরূপ করবে। এতে জ্বিনের শক্তি রহিত হবে এবং যে ভাবে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারবে।

জ্বিন তাড়ানোর পদ্ধতি

আমলকারী বিচক্ষণ হলে প্রথমেই জ্বিনকে শাস্তির ব্যবস্থা না করে সহজভাবে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। আর তা সম্ভব না হলে জ্বিন হাজির করে তার আত্মীয় স্বজন ও সরদারের নিকট সোপর্দ করে দেবে এবং অঙ্গীকার নিবে যেন আর রোগীকে আক্রমণ না করে। এরূপ না করে সরাসরি শাস্তি দিলে শেষে বহু জ্বিন একত্রিত হয়ে হামলা চালালে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

❑ বিনা পরীক্ষায় বা পরীক্ষায় জ্বিন সাব্যস্ত হলে প্রথমে তাকে অঙ্গীকার করে যেতে বলবে। এতে চলে গেলে বড়ই নিরাপদ।

❑ সহজে চলে না গেলে এক বোতল পানিতে সূরা জ্বিনের প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত رهقا পর্যন্ত পড়ে দম দিয়ে সে পানি খুব জোরে ৭/৮ বার রোগীর চোখে মুখে মারবে। এতে রোগী স্বেচ্ছায় চক্ষু বন্ধ করে আঙ্গুল দ্বারা কোন দিকে ইশারা করবে। নতুবা আবারও সজোরে পানি মারতে থাকবে। তারপর সে হয়তো ইশারা করবে অথবা মুখে বলবে– ঐ দিকে গেল, তখন সে দিকে আরো কিছু পানি মারলে জ্বিন যদি ভাল হয়, তবে আর আসবে না।

❑ আর যদি জ্বিন অসৎ হয় এবং পুনরায় আক্রমণ করে তবে আসহাবে কাহফ অথবা নিম্নের নকশার তাবিজ লেখে রোগীর চোখের সামনে ধরবে। হয়তো সে দেখতে চাইবে না, তখন জোর করে চোখ খুলে তাবিজ দেখাবে। এতে জ্বিন ছেড়ে যাবে। অতঃপর তাবিজটি মাদুলিতে ভরে রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

৮৭৬

٨	٦	٤	٢
٢	٤	٦	٨
٦	٨	٢	٤
٤	٢	٨	٦

www.kobirajibook.com

❑ বিসমিল্লাহসহ আয়াতুল কুরসী এবং নিম্নের আয়াত সাত বার করে লেখে ধুয়ে রোগীকে খাওয়ালে জ্বিন ছেড়ে চলে যায়।

ولقد فتنا سليمن والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ـ

❑ জ্বিনের রোগীর কানে ৭ বার আযান এবং সূরা ফাতেহা, ফালাক, নাস ও সূরা তারেক একবার, অতঃপর আয়াতুল কুরসী ও সূরা হাশরের শেষ চার আয়াত পড়ে ফুঁক দিবে। এতে জ্বিন জ্বলে যাবে।

(উন্মাদ রোগ দ্রঃ) ফুঁক দিলে জ্বিনের খুব কষ্ট হতে থাকে। রোগীর কাছে বসেও এ আয়াত পাঠ করলে জ্বিনের গাত্রদাহ শুরু হয়। জ্বিনেরা এ আয়াতকে খুব ভয় করে।

❑ পূর্ণ সূরা জ্বিন ৭ বার পড়ে পানিতে দম করে পানি রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিলে সে কথা শুনতে বাধ্য হবে।

❑ ৩৩ আয়াত পড়ে রোগীকে দম করলে জ্বিন পলায়ন করবে। পানিতে পড়ে ছিটিয়ে দিলে তথায় জ্বিন ও শয়তান থাকতে পারে না। (৩৩ আয়াত পরে দেখুন)

❑ জ্বিন রোগীর শরীরে ঢুকলে চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং খোলা বড়ই মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু পুরাতন রোগী হলে চক্ষু বন্ধ নাও হতে পারে। যখন বুঝবে জ্বিন শরীরের ভিতর ঢুকেছে, তখন নিম্নের তাবিজটি ৩ খন্ড কাগজে লেখে পৃথকভাবে বাদাম কিংবা সরিষার তেলে ভিজিয়ে পোড়াবে এবং উক্ত ধোঁয়া রোগীর নাক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করাবে। তখন জ্বিন চিৎকার করে উঠবে এবং ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে।

তাবিজটি এই–

فرعون بي عون هامان شرمسارعادنمرود ابليس كلهم فى النارجحيم جهنم سعير سقرلظى حطمة هاوية دوزخ اشمر ـ

٨١	٢٥٥٩	١	٢٥٦٢	١١
٢٥٦١	١٢	١	٧	١٢٥٦٠
٣١	٢٥٦٤	١	٢٥٥٧	١٦
٢٥٥٨	١	٥ ١	٤ ١	٢٥٦٣

www.kobirajibook.com

❑ নিম্নের তাবিজটি তিন খণ্ড কাগজে লেখে পৃথকভাবে তুলা বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে সলিতা বানাবে এবং আগুনে জ্বালিয়ে ধোঁয়া রোগীর নাকে লাগাবে। একদিন পর পর জ্বালাবে। এতে জ্বিন দূর হয়।

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

❑ তিন হাত লম্বা, দুহাত চওড়া সাদা পাক কাপড় দিয়ে পাঁচটি সলিতা বানাবে এবং প্রত্যেক সলিতার উপর তিন বার করে নিম্নের দোয়া পাঠ করে সজোরে দম করবে। অতঃপর সরিষার তেলে মেখে সলিতা জ্বালিয়ে রোগীর নাকে ধোঁয়া দিবে। এতে জ্বিন কঠিন শাস্তি পেয়ে পালাবে।

بسم الله الذى لايضرمع اسمه شئ فى الارض ولافى السماء وهو السميع العليم.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদ্বুরু মাআ' ইসমিহী শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস সামা-ই ওয়া হুওয়াস সামীউল আ'লীম।

❑ উপরের যে কোন আমল দ্বারা যদি জ্বিনকে বশ বা জব্দ করা না যায়, তবে নিম্নের তাবিজটি কাগজে লেখে কাগজটি লম্বা ভাঁজ করে বাদাম তেলে মেখে তা হাতে না ধরে লোহার দস্তানা দ্বারা ধরে রোগীর নাক বরাবর অর্ধ হাত নীচে রেখে আগুনে জ্বালাবে। এভাবে যতটি তাবিজ পোড়াবে ততটি জ্বিন জ্বলে যাবে।

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار واخوانهم واحبابهم.

❑ জ্বিন অবাধ্য হলে কিংবা কাউকে ডাকতে বলায় না ডাকলে সূরা জ্বিন সম্পূর্ণ পড়ে পানিতে দম করে ঐ পানি সজোরে রোগীর চোখে মুখে মারবে, তখন সে বাধ্য হয়ে যাবে।

www.kobirajibook.com

❑ নিম্নের আয়াত ৩ বার পড়ে দেড় হাত লম্বা ডালিম গাছের ডালে ফুঁ দিয়ে তা দ্বারা রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন পিটালে জ্বিন পলায়ন করবে।

ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ۔

❑ জ্বিন রোগীর বা অন্য কারো হাত ভেঙ্গে ফেললে সূরা জ্বিন সম্পূর্ণ পড়ে পানিতে দম করবে এবং সে পানি দ্বারা হাত ধুয়ে দেবে এবং পানি পান করাবে।

❑ জ্বিন রোগীর চক্ষুর ক্ষতি করলে একবার আয়াতুল কুরসী ও সূরা সাফফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত (জরুরী আয়াত দ্রঃ) পড়ে চক্ষুতে দম দিবে। এভাবে পড়ে পানিতে দম করে রোগীকে পান করাবে এবং চক্ষু ধৌত করাবে। শ্বেত চন্দন ঘষে চক্ষুর চার পাশে প্রলেপ দিবে।

❑ জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বিন রোগীকে ভয় দেখালে রোগীকে বন্ধের ভিতর রাখবে।

বন্ধের নিয়ম এই ঃ কোন লোক দিয়ে সূরা ইয়াসীন, সূরা সাফফাত, সূরা ইউনুস, সূরা জ্বিন এবং افحسبتم হতে শেষ পর্যন্ত আয়াত পড়াতে থাকবে। আমলকারী তিন হাত লম্বা ৪০ নাল সুতায় ৪০টি গিরা দিবে। গিরা দেয়ার সময় নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে দম করবে। অতঃপর তা পাকিয়ে রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكفرين امهلهم رويدا

❑ জ্বিনের রোগী অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হলে নিম্নের তাবিজটি তার গলায় বেঁধে দিবে।

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ۔ الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة لاتبديل لكلمت الله ذلك هو الفوز العظيم صلى الله على النبى واله وسلم ۔

www.kobirajibook.com

جبرائيل ع ٧٨٦ ميكائيل ع

١٦	١٩	٢٢	٩
٢.١	١٥	٥	٢٥
١١	٢٤	١٧	١٤
١٧	١٣	١٢	٢٢

عزرائيل ع اخرمحمد صلى الله عليه وسلم اسرافيل ع

١١ح ١١١ح ٢١ـ١١٥١٥٢٧

❑ রোগী যখনই জ্বিন দেখতে পাবে, তখনই পড়বে العنك بلعنة الله التامة

(উচ্চারণ ঃ আলআনকা বিলা' নাতুল্লাহিত তাম্মাতি।) এতে দুষ্ট জ্বিন তৎক্ষণাৎ পলায়ন করবে।

❑ নিম্নের তাবিজটি লেখে রোগীর গলায় বেঁধে দিলে তার শরীর বন্ধ হয়ে যাবে। জ্বিন, যাদু বা অন্য কিছুই তার শরীরে তাছির করতে পারবে না।

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

١١١م ٥١١١١

وصلى الله تعالى [illegible] وسلم

www.kobirajibook.com

❑ জ্বিন তাড়াবার পর নিম্নোক্ত তাবিজটি রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم . بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	٥١

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم

١١١١ كا ١١١٥ كا

لـــه لـــه

বাড়ী বন্ধকরণ ও তার নিয়ম

যখন তাবিজ তদবীর দ্বারাও কোনরূপ কার্য উদ্ধার হয় না, তখন রোগীকে বন্ধের তাবীজ ব্যবহার করতে দিবে। সাথে সাথে রোগীর বাড়ীও বন্ধ করতে হবে।

বাড়ী বন্ধ করণের নিয়ম ঃ আট দশ আঙ্গুল পরিমাণ চারটি ডানিস বা তারকাঁটার লোহা নিবে। প্রত্যেকটির উপর নিম্নের আয়াত ২৫ বার করে পড়ে ফুঁক দেবে। আয়াত এই–

انهم يكيدون كيدا واكيدا كيد فمهل الكفرين امهلهم رويدا .

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহুম ইয়াকীদূনা কায়দাও ওয়া আকীদু কায়দা। ফামাহ্‌হিলিল কাফিরীনা আমহিলহুম রুওয়াইদা।

অতঃপর চারটি অল্প পোড়া বা কাঁচা মাটির ঢাকনা (সরা) নিবে।

প্রথম সরার ভিতর দিকে বিসমিল্লাহসহ নিম্নের দোয়া লেখবে–

اللهم صل على محمد واله وسلم جبرائيل عن يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الظلمين ويفعل الله مايشاء .

দ্বিতীয় সরাতে লেখবে–

اللهم صل على محمد واله وسلم ميكائيل عن له ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم .

তৃতীয় সরাতে লেখবে–

اللهم صل على محمد واله وسلم اسرافيل عن قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون .

চতুর্থ সরাতে লেখবে–

اللهم صل على محمد واله وسلم عزرائيل عن فسيكفيكهم الله وهوالسميع العليم .

অতঃপর চারটি মাটির পাতিল নিয়ে তার মধ্যে তারকাঁটা চারটি রেখে পাতিলের মুখে ঐ লিখিত সরা চারটি দিয়ে রাখবে এবং চার জন আলেম দ্বারা বাড়ীর চার কোণে চারটি গর্ত খুদে তার মধ্যে গেড়ে রাখবে। (পাতিলের পরিবর্তে বোতলও ব্যবহার করা যায়।)

সূরা ইয়াসীন, সূরা জ্বিন, সূরা মুয্‌যাম্মিল একবার করে পড়বে। অতঃপর এক জগ পানিতে ৩৩ আয়াত পড়ে দম করবে এবং সাথে পরিমাণ মত পানি মিশিয়ে বাড়ীর চারদিকে ও অভ্যন্তরের সব স্থানে ছিটাবে।

পানি ছিটানো ও আযান দেয়া এক সাথে আরম্ভ করবে এবং পাতিলগুলো গর্তের মধ্যে বিসমিল্লাহ ও আয়াতুল কুরসী পড়ে রাখবে।

উল্লেখ্য, যত জায়গা বন্ধ করবে তার মধ্যে এক বিঘত জায়গায়ও যেন পানি ছিটানো বাকী না থাকে। এরপর আলেম সাহেব বন্ধের ভিতর বসে মনোযোগ সহকারে একবার দোয়ায়ে হেজবুল বাহার পড়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন। রোগীকে বেশ কিছু দিন এই বন্ধের মধ্যে অবস্থান করতে হবে।

www.kobirajibook.com

রোগী যে ঘরে রয়েছে সে ঘর অনুযায়ী মাটি কিংবা কাগজের উপর একটি নকশা অঙ্কন করবে। অর্থাৎ ঘরটি গোল হলে নকশাও গোল হবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত একবার পড়ে নকশার মধ্যে ফুঁক দিবে।

فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هى تلقف مايأفكون فالقى السحرة ساجدين قالوا امنا برب العلمين رب موسى وهارون وقال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذى علمكم السحرفلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين قالوا لاضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفرلنا ربناخطايانا ان كنا اول المؤمنين -

অতঃপর সম্ভব হলে সূরা জ্বিন, সূরা ইউনুস, সূরা ইয়াসীন, আয়াতুল কুরসী একবার করে পড়বে। শুধু يس শব্দ সাত বার, শুধু طه শব্দ সাত বার, শুধু كهيعص শব্দ সাত বার, حم শব্দ সাত বার পড়ে ফুঁক দিবে।

যাদুক্রিয়া নষ্ট করার তদবীর

অনেক জ্বিন বা মানুষের মাধ্যমে যাদু করা হয়। ফলে আমলকারীর আমলও কার্যকর হয় না। যাদুর ক্রিয়া দূর করার জন্য নিম্নের আয়াতসমূহ পাঠ করে পানি কিংবা মাটিতে দম করে তা রোগীর চার দিকে ছড়িয়ে দিবে। কিছুটা রোগীর গায়েও দিবে।

فلما القوا قالو موسى ماجئتم به السحران الله سيبطله ان الله لايصلح عمل المفسدين وارادوا به كيدا فجعلنهم الاخسرين وخسر هنالك المبطلون اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون فغلبوا

www.kobirajibook.com

هنالك وانقلبوا صغرين وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا -

এরপর ان كنا اول المؤمنين হতে فالقوا حبالهم وعصيهم পর্যন্ত।

তারপর পড়বে بسم الله الذى لايضرمع اسمه شئ শেষ পর্যন্ত।

উপরোক্ত আয়াতগুলো মাটির পাতিলে স্রোতের পানি নিয়ে পড়বে এবং রোগীকে সাত দিন পর্যন্ত সে পানি দিয়ে গোসল করাবে। গোসল করানো সম্ভব না হলে অন্ততঃ হাত মুখ ধুইয়ে কিছু পানি পান করাবে। এতে যাবতীয় যাদুক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। ঐ পানি বাড়ী-ঘরে ছিটিয়ে দিলে মাটির নীচে দাফনকৃত যাদুর ক্রিয়া দূর হয়ে যায়।

❑ কারো বাড়ীতে কেউ যাদুর জিনিস পুঁতে রাখলে সূরা শোআ'রা সম্পূর্ণ লেখে একটা সাদা মোরগের গলায় বেঁধে দিলে যাদুর স্থানে গিয়ে সে আওয়াজ দিবে কিংবা পায়ের দ্বারা ঐ স্থান খুঁড়তে আরম্ভ করবে। তখন নিজেরা তা উঠিয়ে পূর্বোক্ত আয়াত পড়ে দম করবে এবং পুড়িয়ে পানিতে ফেলে দিবে।

❑ যাদু গাঢ়ভাবে আছর করে ফেললে اعوذ بالله من الشيطن الرجيم পাঁচ বার কাগজে লেখে বাম হাতের বাজুতে বেঁধে দিবে।

❑ যাদুক্রিয়া নষ্ট করতে অন্য কোন তদবীর কার্যকর না হলেও নিম্নের তদবীর আল্লাহ পাকের রহমতে অবশ্যই ফলদায়ক হবে। তদবীর এই- মেশক জাফরানের কালি দ্বারা নিম্নের দোয়া চীনা মাটির বরতনে লেখে সাত দিন ধুয়ে খাবে।

سبحن الله سبحن الله وعظمة الله وبرهان الله وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولا اله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار وما ذرنا درنا اخنوس برحمتك ياارحم الرحمين -

❑ যাদুর দ্বারা অনেক সময় তাবিজের ক্রিয়া নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু নিম্নের তদবীর করা হলে তা নষ্ট করতে পারবে না। তা এই– খাঁটি রূপার একটি আংটি তৈরী করে নিবে। শেষ রাতে (বৃহস্পতিবার হলে ভাল হয়) ওযু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আংটির মিনার উপর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ লেখবে। মিনা ছোট হলে ৭৮৬ (অংক) লেখবে। অতঃপর সূরা ইয়াসীন সাত বার, সূরা ছাফফাত দুই বার, افحسبتم (সূরা মু'মিনূন ১১৫- শেষ) শেষ পর্যন্ত ৭ বার, আয়াতুল কুরসী ১০ বার পড়ে সে মিনার উপর দম করবে। অতঃপর ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়ে রঙ্গিন করে নিবে। এরূপ আংটি হাতে থাকলে মানুষ ও জ্বিনের কোন প্রকার যাদু চলবে না। এ তদবীর বহুল পরীক্ষিত।

শরীর বন্ধ করার নিয়ম

❑ এশার নামাযের বাদে তিন বার আয়াতুল কুরসী পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে দু'হাত একত্র করতঃ পর পর তিন বার হাত তালি দেবে। এতে ইনশাআল্লাহ নিজের শরীর বন্ধ হয়ে যাবে।

❑ তিন বার আয়াতুল কুরসী পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে ঐ হাতদ্বয় দ্বারা মাথা হতে পা পর্যন্ত মুছে দু'হাতে পর পর তিন বার তালি বাজাবে। এতে শরীর বন্ধ হবে।

❑ তিন বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে উভয় হাতে দম করবে এবং প্রথম বার তা পাঠ করে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে মাথা হতে পা পর্যন্ত মুছে নেবে। মুছতে মুছতে পড়বে–

ياحكيم ياكريم - ياحافظ ياحفيظ - ياناصر - يانصير -
يارقيب - يا وكيل - يا الله يا الله بحق كهيعص حم
عسق -

দ্বিতীয় বার অনুরূপ মোছার সময় কালেমার প্রথম অংশ لا اله الا الله আর তৃতীয় বার মোছার সময় কালেমার দ্বিতীয়াংশ محمد رسول الله পড়তে থাকবে। এভাবে সারা শরীর মুছে তিন বার দু'হাতে তালি বাজাবে।

www.kobirajibook.com

অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদের

❑ একটি নতুন মাটির পাতিল ঢাকনাসহ সামনে রেখে সূরা ইয়াসীন সম্পূর্ণ পাঠ করবে এবং প্রত্যেক মুবীন পর্যন্ত পড়ে ঢাকনা উঠিয়ে পাতিলের ভিতর দম করবে। এ সময় মনে মনে অবৈধ প্রণয়কারীর নাম উচ্চারণ করবে। অতঃপর কোন কৌশলে পাতিলটি অবৈধ প্রণয়কারীদের মাঝখানে নিয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে ফেলবে।

❑ উভয় ব্যক্তির নতুন বা পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রের দু'টি টুকরা সংগ্রহ করতঃ বিজোড় সংখ্যায় কয়েক বার নিম্নোক্ত আয়াত ও দোয়া পাঠ করে উক্ত কাপড়ের টুকরায় দম করবে। তারপর উভয় টুকরায় তা লেখবে। অতঃপর টুকরা দুটি পৃথকভাবে ভাঁজ করে দুটি পুরাতন কবরের মাঝখানে পৃথক পৃথকভাবে মাটিতে গাড়বে। কিন্তু কবরদ্বয়ের লোক যেন প্রণয়নকারীদের আপন বা পরিচিত লোক না হয়।

আয়াত এই–

يايهالذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الاما يتلى عليكم غيرمحلى الصيد وانتم حرم ط ان الله يحكم مايريد ـ

দোয়া এই–

اللهم بحق هذه الاية امح الزنا والزيغ من قلب فلان بن فلان فانك فعال لما يشاء وانت ارحم الراحمين ـ

উল্লেখ্য, فلان بن فلان -এর স্থানে পুরুষের নাম ও তার পিতার নাম এবং নারীর নাম ও তার মাতার নাম লেখবে।

পরমুখী স্বামী বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার উপায়

স্বভাব নষ্ট লোকটি যখন নিদ্রা যাবে, তখন তার প্রতিপক্ষ ব্যক্তি ঘুমন্ত ব্যক্তির শিয়রে বসে يا ولى ইয়া ওয়ালিয়্যু চুপে চুপে এক হাজার বার পাঠ

www.kobirajibook.com

করবে। প্রতি একশ' বার পাঠ করার পর ললাটে এক বার দম করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে উদ্দেশ্য সফল হবে।

হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার উপায়

❑ কোন জিনিস হারিয়ে গেলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে তা তালাশ করলে আল্লাহ পাকের রহমতে ফেরত পাওয়া যাবে।

আয়াত এই–

اللهم جامع الناس ليوم الجمع لاريب فيه اجمع بين فلان وبين متاعه فلان شئ انك لاتخلف الميعاد ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা জামিউন্ নাসি লিইয়াওমিল জামই' লা রাইবা ফীহি ইজমা। বাইনা ফুলানিন ওয়া বাইনা ফুলানিন ওয়া বাইনা মতাইহী ফুলানু শাইয়িন ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ।

❑ একটি কদুর পুরাতন খোলের উপরিভাগে বৃত্ত করে তার মধ্যে গোলাকার করে নিম্নের আয়াত এবং বৃত্তের বাইরে হারানো দ্রব্যের নাম ও তার মালিকের নাম লেখবে। অতঃপর কদুর খোলটি সাদা পুরাতন কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে জনহীন জঙ্গলে মাটির নীচে গেড়ে রাখবে। আল্লাহ পাকের রহমতে মাল ফেরত পাওয়া যাবে।

আয়াত এই–

قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشيطين فى الارض حيران له اصحب يدعونه الى الهدى ائتنا ط قل ان هدى الله هوالهدى وامرنا لنسلم لرب العلمين ـ

চোর ডাকাত হতে ঘর নিরাপদ রাখার উপায়

ঘরের মালিক রাতে নিদ্রা যাবার পূর্বে পাক পবিত্র অবস্থায় ঘরের চার কোণে গিয়ে তিন বার করে দুরূদ শরীফ ও তেত্রিশ বার নিম্নের দোয়া পাঠ করে ঘরের মধ্যে আসবে। অতঃপর বিছানায় শুয়ে সাত বার পড়ে আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে

www.kobirejibook.com

নিদ্রা যাবে। এতে শত চেষ্টায়ও কোন চোর ডাকাত ঐ ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। আয়াত এই–

توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ـ

উচ্চারণ ঃ তাওয়াক্‌কালতু আ'লাল্লাহি হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি'মাল ওয়াকীল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান্নাসীর।

চোর চেনার বিশেষ তদবীর

কারো কোন কিছু চুরি হয়ে গেলে, যে কোন রাতে এশার নামাযের বাদে দু'রাকয়াত নফল নামায পড়ে ياخبيراخبرنى (ইয়া খাবীরু আখবিরনী) দোয়াটি একশবার পড়ে মেশক জাফরান কালি দ্বারা নিম্নের তাবিজ লেখে নিজের বালিশের নীচে রাখবে এবং পাক পরিষ্কার বিছানায় ডান কাতে কেবলামুখী হয়ে শয়ন করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে নিদ্রাযোগে চোরের পরিচয় পাওয়া যাবে বা তার সাথে সাক্ষাৎ মিলবে। তাবিজ এই–

ط	حبيب	واحد	١٦
دره	حوا	ى	طيب
وهاب	١٧	٢٤	هو
طيب	واجب	احد	حى

চোর-ডাকাত পলায়ন বন্ধের উপায়

চোর-ডাকাতের চুরি ডাকাতি কালে ঘরের মালিক জেগে উঠে নিম্নের আয়াত মনে মনে দশ বার পড়ে দু'হাতে একটি তালি দিলে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তারা পালাতে পারবে না। আয়াত এই–

يبنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى السموات او فى الارض يأت بها الله ط ان الله لطيف خبير ـ

www.kobirajibook.com

উচ্চারণ ঃ ইয়া বুনাইয়্যা ইন্নাহা ইন তাকু মিছক্বালা হাব্বাতিম্ মি খারদ্যালিন ফাতাকুন ফী ছাখরাতিন আও ফিস্ সামাওয়াতি আও ফিল আরদি ইয়া'তি বিহাল্লাহি ইন্নাল্লাহা লাত্বীফুন খাবীর।

সুরা ওয়াদ্দোহা গোল আকারে কাগজে লেখে ঘরে ঝুলিয়ে রাখবে। যেখানে চুরি হয়েছে সেখানকার কোন গাছের সাথে ঝুলিয়ে বা বাঁশ পুঁতে তার মাথায় লটকিয়ে দিবে। এতে ইনশাআল্লাহ মাল ফেরত পাবে।

ঘুমাবার সময় একবার আয়াতুল কুরসী পড়ে ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি নিজের মাথার চার দিকে ঘুরাবে এবং এতে বাড়ী বা ঘর বন্ধের নিয়ত করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে ঐ বাড়ীতে চোর ঢুকতে পারবে না।

অভাব অনটন দূর করার তদবীর

নিম্নোলিখিত নকশাটি লিখে সাথে রাখলে অতি তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়, অভাব অনটন দূর হয়ে সচ্ছলতা আসে। প্রচুর পরিমাণে ধন আসে। শত্রু বন্ধু হয়ে যায়। কোন রাজা বাদশাহর নিকট গেলে তাকে খুব সম্মান করবে। রোগ আরোগ্য হয়। যাবতীয় বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

নকশা এই ঃ

৭৮৬

১৭৬	১৭৭	২০২	১৮৯
২০১	১৭০	১৭৫	২০০
১৭১	২০৪	১৭৮	১৭৪
১৭৮	১৭৩	১৭২	২০৩

রুযী বৃদ্ধির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি অভাবে পড়ে দারুন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তাহলে সে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিসমিল্লাহ লিখে এগার দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সাতশত সত্তর বার বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করবে এবং প্রত্যহ বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠের আগে ও পরে এগারবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন গায়েব হতে তাকে খাদ্য দান করবেন। যে কেউ যদি উক্ত আমল করে তা হলে কখনও কারো মুখাপেক্ষি হতে হবে না।

www.kobirajibook.com

রুযীতে বরকত লাভের তদবীর

যদি কেউ প্রচুর রুযী উপার্জন করা সত্যেও তাতে কোন বরকত না পায়, অথবা সামান্য রুযীর কারণে অভাব অনটন লেগেই থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি প্রত্যহ রাতের বেলা আকাশের চাঁদ দেখে সূরা ফাতেহা এক হাজার বার পাঠ করে নিম্নলিখিত দোয়াটি চল্লিশবার পাঠ করে আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে উদ্দেশ্য সফলের জন্য দোয়া করবে, তাহলে তার রুযীর মধ্যে বরকত হবে এবং রুযী বৃদ্ধি পাবে।

দোয়াটি এই ঃ

اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرزقين *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আনযিল আ'লাইনা মাইদাতাম মিনাস সামাই তাকূনু লানা ঈ'দাল লিআওয়্যালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা ওয়ার যুক্বনা ওয়া আন খায়রুর রাযিক্বীন।

ঋণ পরিশোধ করার তদবীর

প্রতি শুক্রবার দিন জুমআর নামায আদায় করার পর সত্তর বার নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করলে অতি সহজে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দোয়াটি এই ঃ

اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্বালিকা আম্মান ছিওয়াকা।

রুযী বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের অন্য তদবীর

প্রত্যহ ফজর নামায আদায় করার পর নিম্নলিখিত দোয়া একশত বার পাঠ করলে তার রুযী বৃদ্ধি পাবে এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

www.kobirajibook.com

দোয়াটি এই ঃ

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ط ويعلم مافى البر والبحرط وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتب مبين *

উচ্চারণ ঃ ওয়াইনদাহু মাফাতিহুল গায়বি লা ইয়া'লামুহা ইল্লাহুয়া ওয়া ইয়ালামু মাফিল বারির ওয়ালবাহ্‌রি ওয়ামা আতছকুতু মিওঁ ওয়ারাকাতিন ইল্লা ইয়া'লামুহা ওয়ালা হাব্বানি ফী যুলুমাতিল আরদ্বি ওয়ালা রাতবিওঁ ওয়ালা ইযাবিছিন ইল্লা ফী কিতাবিম মুবীন।

অভাব অনটন দূর করার আমল

শেখ ফরীদুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদা আমি হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট আমার অভাব অনটন ও রুযী রোযগারের সঙ্কীর্ণতার কথা জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি প্রত্যহ নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিও।

يا دائم العزوالبقاء ياذالجلال والجود والعطاء ياودود ياذالعرش المجيد يا فعال لمايريد ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া দায়িমাল ইযযু ওয়াল ক্বাও, ইয়া যালজালালি ওয়াল জূদি ওয়াল আত্বায়ি ইয়া ওয়াদূদা হা যাল আরশিল মাজীদ, ইয়া ফাআ'আলুল্ লিমা ইয়ায়ীদ। যে ব্যক্তি সদা সর্বদা এ দোয়াটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি তার রুযী রোযগারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করবে।

রুজীতে বরকত শত্রুর অনিষ্টতা ও যাদু নষ্ট করার তদবীর

কোরআন পাকের حروف مقطعات (হরূফে মুকাত্তিআত) কাগজে অথবা রূপার পাতে লিখে সাথে ধারণ করলে রুযীর মধ্যে বরকত হয় এবং শত্রু দমন হয়, মুখদোষ ও যাদুক্রিয়া নষ্ট হয়। হরূফে মুকাত্তিআত নিম্নরূপ ঃ

الـم ـ الـم ـ المص ـ الـر ـ الـر ـ المـر ـ الـر ـ الركهيعص ـ طـه ـ طسم ـ طسم ـ الـم ـ الـم ـ يـس ـ ص ـ حـم ـ حـم ـ عـسق ـ حـم ـ ق ـ ن *

www.kobirajibook.com

সম্মান লাভ ও নিরাপদে থাকার তদবীর

নিম্নের হরূফে মুকাত্তিআত রজব চাঁদের প্রথম বৃহস্পতিবার রূপার পাতে খুদাই করে বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর ব্যবহার করলে ইয্‌যত ও সম্মান লাভ হয় এবং জালেমের অত্যাচার হতে নিরাপদে থাকা যায়।

মুশকিল আছানের তদবীর

হরূফে মুকাত্তিআতের নকশা মেশক জাফরানের কালি দ্বারা লিখে সাথে রাখলে যাবতীয় উদ্দেশ্য সফল এবং মুশকিল আছান হয় ও সর্বত্র মান-সম্মান লাভ হয়। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

٧١٢ ٧١٥ ٧١٨ ٧٠٥

٧٠٧ ٧٠٦ ٧١١ ٧١٦

٧٠٧ ٧٣٠ ٧١٣ ٧١٠

٧١٤ ٧٠٩ ٧٠٨ ٧١٩

জালেমের জুলুম হতে রক্ষার তদবীর

নিম্নলিখিত নকশাটি মেশক জাফরান কালি দ্বারা লিখে তাবীজ বানায়ে সাথে রাখলে জালেমের জুলুম দমন হয়ে যাবে এবং চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

নকশাটি এই ঃ

٩٠٠٠٤ ٩٠٠٠٧ ٩٠٠٦١ ٩٠٠٤٧

٩٠٠٦٠ ٩٠٠٤٨ ٩٠٠٠٣ ٩٠٠٠٢

٩٠٠٤٩ ٩٠٠٨٣ ٩٠٠٠٠ ٩٠٠٠٢

রাজ মোহিনী তাবিজ

এই তাবিজখানা যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, আল্লাহর রহমতে সেই ব্যাপারে ফল লাভ করবে। তবে নেক উদ্দেশ্য হওয়া চাই। মিথ্যা বা অন্যায়ভাবে

www.kobirajibook.com

এই তাবিজের তদবীর করলে হীতে বিপরীত ফল হবে। খবরদার আমেল ব্যক্তিকে এ বিষয় নিশ্চিত হয়ে তদবীর করতে হবে।

প্রথম প্রকার তদবীর ঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মিথ্যা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে, তবে ডালিম গাছের তক্তা বানিয়ে তার উপর ডালিমের ডাল দিয়ে কলম বানিয়ে মেশক জাফরানের কালি দ্বারা উক্ত তক্তার উপর নিম্নোক্ত নকশাখানা লিখে হাকিমের এজলাসের দরজার পর্দায় লটকিয়ে দিলে অথবা সঙ্গে ব্যবহার করে কোর্টে উপস্থিত হলে আল্লাহর রহমতে মিথ্যা মামলা হতে রেহাই পাবে।

দ্বিতীয় প্রকার তদবীর ঃ যদি কোন লোক অন্যায়ভাবে বন্দী হয়ে জেলে যায়, তবে নিম্নোক্ত তাবিজখানা কাগজে লিখে জেলখানার দেয়ালে লটকিয়ে রাখবে অথবা সুযোগমত জেলখানার কোথাও লটকিয়ে রাখবে। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে অল্প দিনের ভিতরে বন্দীদশা হতে মুক্তি লাভ করবে।

তৃতীয় প্রকার তদবীর ঃ যদি স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হয়, যেমন– স্বামীর কথা স্ত্রী শুনতে পারে না অথবা স্বামী স্ত্রীকে পছন্দ করে না কিংবা উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে অথবা সুন্দরী স্ত্রী ঘরে থাকতে তার প্রতিনজর না দিয়ে অন্য নারীকে নিয়ে আমোদ ফূর্তি করে কিংবা বেশ্যালয়ে যাতায়াত করে থাকে। তবে এই অবস্থায় আমেল ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিম্নোক্ত তাবিজখানা ডালিমের ডালের কলম দ্বারা কাগজের উপর মেশক জাফরানের কালি দ্বারা লিখবে এবং তাবিজের নিচে স্বামীর নাম ও তার পিতার নাম এবং স্ত্রীর নাম ও তার মায়ের নাম লিখতে হবে এবং একটি তাবিজ স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবে। আল্লাহর রহমতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল মহব্বৎ পয়দা হবে এবং স্বামী অন্য নারীর নিট ও বেশ্যালয় যাওয়া বন্ধ করে স্ত্রীর মহব্বতে ফিরে আসবে।

চতুর্থ প্রকার তদবীর ঃ এই তাবিজের নকশাখানা রূপার পাতে খুদিয়া কোন শিশু সন্তানের গলায় বেঁধে দিলে, আল্লাহর রহমতে ঐ শিশু সন্তান যাবতীয় বালা মুছিবত, রোগ ব্যাধি ও জ্বিনের নজর বা মানুষের মুখদোষ ইত্যাদি হইতে রেহাই পাবে। এবং তার দেলে কোন প্রকার ভয়ভীতি থাকবে না। সে সর্বদা আসানে থাকবে।

পঞ্চম প্রকার তদবীর ঃ যদি কোন ব্যক্তি হাকিমের নিকট যেতে ভয় পায় অথবা সুবিচার পাবে না এমত অবস্থা হয়, তবে ডালিম গাছের ডালের কলম

www.kobiraajibooks.com

দিয়ে মেশক জাফরানের কালি দ্বারা নিম্নোক্ত তাবিজখানা কাগজে লিখে কবজ বানিয়ে সঙ্গে ব্যবহার করে হাকিমের নিকট উপস্থিত হলে, আল্লাহর রহমতে তার দিল নরম হয়ে যাবে এবং ন্যায়ভাবে সুবিচার করবে।

ষষ্ঠ প্রকার তদবীর ঃ যদি কারও ক্ষেত খামারে কোন জন্তুর বা কীট পতঙ্গের আক্রমণে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবে উপরোক্ত নিয়মে চারখানা কাগজে চারটি তাবিজ লিখে জমিনের বা ক্ষেতের চার কোন একখানা করে তাবিজ গড়ে রাখবে। অথবা চার কোনায় চারটি বাঁশ খাড়া করে কুপিয়ে তার মাথায় তাবিজ লটকিয়ে দিবে। আল্লাহর রহমতে সর্বপ্রকার ক্ষতি হইতে ক্ষেতের ফসল রক্ষা পাবে।

সপ্তম প্রকার তদবীর ঃ এই রাজমোহিনী তাবিজের গুণাগুণ অত্যাধিক এবং আশ্চর্যজনক। যে কোন রোগব্যাধির জন্য বা যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এই তাবিজ উপরোক্ত নিয়মে লিখে সঙ্গে ব্যবহার করলে, আল্লাহর অপরিসীম রহমতে রোগ-ব্যধি আরোগ্য হবে এবং যে কোন উদ্দেশ্য সফল হবে।

রাজমোহিনী তাবিজের নকশা এই ঃ

৭৮৬

خبير ٢	حى ٩	احد ٤
كبير ٥	بصير ٧	الصيف ٣
يارى ٦	وحدا	قدير ٨

(২) নিম্নের তাবিজটি প্লীহা বা লিভারের উপর বেঁধে দিবে–

بسم الله الرحمن الرحيم ـ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ـ

নিম্নের তাবিজ ব্যবহারে বহু স্থানে আশাতীত সুফল পাওয়া গেছে। প্রায়ই ৭ দিনে রোগ উপশম হয়ে থাকে।

www.kobirajibook.com

৭৮৬ ح اب ح فاح ناح ودبوج ع هرح ماع ويرويح حاميا

وطايرا ووع ع محاحا وسلوهم ليلكطاع لح دلى اجيبوا

باخدام الاسماء يرفع الطحال عن هذا الاذى

সীসার তখতীর উপর নিম্নোক্ত তাবিজ অঙ্কন করে প্রথম সপ্তাহে প্লীহা বরাবর, দ্বিতীয় সপ্তাহে লিভার বরাবর ধারণ করলে প্লীহা ও লিভার রোগ ভাল হয়।

وا ح ا ح ع ا ما لا ما ما دا		
ای ورم	واح	ردهم
ملا		لكلوع

❑ লিভার ও প্লীহাতে বেদনা থাকলে চীনা মাটির বরতনে নিম্নের তাবিজ লেখে পানি দ্বারা ধৌত করে পান করবে। এতে আশাতীত ফল হবে।

❑ অথবা প্লীহা ও লিভার শক্ত হয়ে বেদনা দেখা দিলে নিম্নের তাবিজটি চীনা মাটির বরতনে লেখে ধুয়ে খাওয়াবে।

তাবিজটি এই– ٥٥٥٥ اا ع ع ع ع ع ع ع ع ٥ موم

❑ পাতলা চামড়ায় নিম্নের তাবিজটি লেখে প্লীহা ও লিভারের উপর বেঁধে রাখবে। শনিবারে বাঁধবে এবং শুক্রবারে খুলে ফেলবে।

صالح صح وصح م له صالح دون مانع من الى ان

نبصره ومره

❑ নিম্নোক্ত তাবিজটি লেখে বাম হাতে বেঁধে দিলে জন্ডিস রোগ আরোগ্য হয়। তাবিজটি এই– ٨١٩٢٣ع ٢٥٩ ح ح دد صوع

❑ নিম্নোক্ত তাবিজটি শনিবার সূর্য উদয়ের পূর্বে লেখে পশমের রশি দিয়ে বেঁধে ডান পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখবে।

তাবিজটি এই– ح ح ح ٥ د م ص ها اص

اح اا ح مات الطحال

www.kobirajibook.com

সুপথ্য ঃ পটল, পিপুল, শাক, ঝিংগা, কাঁকরোল, কচি বেগুন, করলা, উচ্ছে, কাঁচা পাকা পেঁপে, ইক্ষুর রস ও কাঁচি দধি ইত্যাদি এ রোগের জন্য হিতকর পথ্য।

কুপথ্য ঃ ডিম, যে কোন ডাল, তৈলাক্ত মাছ, গুরুপাক এবং শক্ত দ্রব্যসমূহ এ রোগে বিশেষ ক্ষতিকর।

বহু মূত্রাশয় রোগের চিকিৎসা

বিভিন্ন কারণবশতঃ বিশেষতঃ শুক্রক্ষয় ও বদহজমী এবং পেশাবের বেগ ধারণ করার কারণে মূত্রাশয় দুর্বল হয়ে যায়। বহুমূত্রের কারণে মানুষের সর্বদেহের তরল পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হয়ে মূত্রাশয়ে জমা হয় এবং মূত্রনালী দিয়ে তা অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হতে থাকে। এতে দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে অবসন্নতা, জড়তা দেখা দেয়। এ অবস্থায় অনেকের পিপাসা বৃদ্ধি পায়।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ ব এ রোগে পাকা কাঁঠালী কলা ১টি, আমলকীর রস এক তোলা মধু চার মাষা, চিনি চার মাষা, দুধ এক পোয়া (আড়াইশ গ্রাম) এক সাথে মিশিয়ে খাবে।

❑ কচি তাল বা খেজুর গাছের মূল রস ও কাঁঠালী কলা দুধের সাথে প্রত্যহ সকালে খেলে বহুমূত্র রোগ নিরাময় এবং মূত্রাশয় সবল ও ধারণ শক্তিসম্পন্ন হয়।

❑ অনেকের নানা কারণে মূত্রধারা সবেগে নির্গত না হয়ে খুব নিস্তেজভাবে নির্গত হয়। কারো বা ফোঁটা ফোঁটা বের হয়, কারো বা পেশাব পরিমাণে খুব কম হয়। এসব রোগে নারিকেল ফুল চাল ধোয়া পানিতে পিষে প্রত্যহ সকালে কিছু কিছু সেবন করলে উপকার হয়।

❑ এ রোগের কারণে কারো মল আবদ্ধতা দেখা দিলে গোক্ষুর বীজের কাথে যবক্ষার মিশিয়ে সেবন করলে মূত্রাবদ্ধতা ও পেশাব অঙ্গের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়। তাছাড়া পাথর কুচির পাতা লবণের সাথে চিবিয়ে রস খেলেও উপকার হয়।

❑ সামান্য যন্ত্রণার সাথে বাধ বাধভাবে পেশাব হলে কুমড়ার রস, যবক্ষার ও পুরাতন গুড় মিশিয়ে পান করলে এ রোগ ও পেশাবের সাথে শর্করা নির্গমন দূর হয়।

❑ পেশাব বন্ধ হলে তিনটি এটে (বীচি) কলা খুব কচলিয়ে একটি মানকচুর

www.kobirajibook.com

ডগা কুচি কুচি করে কেটে উক্ত কলার সাথে উত্তমরূপে ছানবে। তারপর তা একটি মাটির পাত্রে রেখে দিবে। তা হতে যে রস বের হবে তা রোগীকে খাওয়াবে। আল্লাহ্‌র রহমতে পেশাব খোলাসা হবে।

❑ কবুতরের বিষ্ঠা পানিতে মিশিয়ে খুব বেশী গরম করতঃ ঐ ফুটন্ত গরম পানি একটি পাত্রে রেখে দেবে। অতঃপর রোগীর সহ্য হয় মত গরম অবস্থায় ঐ পানিতে রোগীর দু'পা হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত এভাবে পা ভিজিয়ে রাখলে রোগীর স্বাভাবিক পেশাব হবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

❑ নিম্নের আমলটি বন্ধ পেশাব চালু করার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ। আমলটি এই– সর্বপ্রথম সূরা ফাতেহা একবার এবং নিম্নের দোয়া তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। দোয়াটি এই–

قلنا يانارکونی بردا وسلاما علی ابراهیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین سلام قولا من رب رحیم ۔

তারপর সূরা জ্বিন প্রথম হতে شططا পর্যন্ত দু'বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। এরপর সূরা ফাতেহা ও সূরা কাফিরুন একবার, আবার সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস একবার, আবার সূরা ফাতেহা ও সূরা নাস একবার, আবার সূরা ফাতেহা একবার ও নিম্নের দোয়া দু'বার পাঠ করে দম করবে ঃ

لهم البشری فی الحیوة الدنیا وفی الاخرة لاتبدیل لکلمت الله ذلك هو الفوز العظیم ۔

সর্বশেষে ঐ পানি একটি বোতলে রেখে আবার সূরা ফাতেহা ও আয়াতে শেফা এক খণ্ড কাগজে লেখে কাগজখন্ড বোতলের পানিতে ভিজিয়ে রাখবে। তারপর প্রত্যহ তিন বার ঐ পানি পান করবে।

❑ বিসমিল্লাহ্‌সহ নিম্নের আয়াত চীনা বরতনে লেখে ধৌত করতঃ রোগীকে সে পানি খাওয়াবে। আল্লাহ্‌র রহমতে সাথে সাথে পেশাব হবে। আয়াত এই–

بسم الله الرحمن الرحیم ۔ ان الله لایغفر ان یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وما قدروا الله حق قدره والارض جمیعا

www.kobirajibook.com

قبضته يوم القيامة والسموات مطويت بيمينه سبحنه وتعالى عما يشركون - رمص نفخ وشفوا يفعل الله عز وجل -

❑ যাদের সর্বদা কিছুক্ষণ পর পরই পেশাব হয় তাদের জন্য পাঁঠা ছাগলের খুর আগুনে পুড়ে ভস্ম করে পানিতে ভিজাবে; অতঃপর সে পানি রোগীকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ্ এতে আরোগ্য লাভ করবে।

সুপথ্য ঃ ডাব, কাগজী লেবু, ফলফলারি এবং লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্যসমূহ এ রোগের জন্য হিতকর।

কুপথ্য ঃ গুরুপাক খাদ্য, ভাজা পোড়া দ্রব্য, মরিচ ইত্যাদি এ রোগের জন্য ক্ষতিকর।

পাথরী রোগের চিকিৎসা

রোগের কারণ ঃ গুর্দা সতেজতা ও সবলতা হারিয়ে ফেললে আহার্য দ্রব্যের সূক্ষ্ম ও মিহিন কণিকাসমূহ গুর্দা এবং মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে পাথরীতে পরিণত হয়। পেশাবের বেগ ধারণ করতে করতে মূত্রাশয়ের ভিতরে তলানি জমাট আকারে ক্রমশঃ শক্ত হয়েও পাথরে পরিণত হয়।

তাছাড়া সঙ্গম, মৈথুন এবং স্বপ্নদোষহেতু ক্ষরিত শুক্র বের হতে না দিয়ে যারা তা রোধ করে তাদেরও পাথরী হতে পারে। তা এত ভয়ঙ্কর ব্যাধি যে, বড় হয়ে গেলে অপারেশন ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

রোগের লক্ষণ ঃ ডান বা বাম পায়ের যে কোন উরু অথবা উভয় উরু ভার বোধ হয়। পুরুষাঙ্গের তলদেশ হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সেলাইয়ের মত স্থানে অত্যন্ত বেদনা হয়। তলপেটেও বেদনা অনুভূত হয়। বেদনাস্থলে হস্ত স্পর্শ করলেও প্রাণান্ত হতে চায়। অত্যন্ত ঘন ঘন পেশাবের বেগ হয়, কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণার সাথে দু'এক ফোঁটা মাত্র পেশাব বের হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করতে থাকে।

ঔষধে চিকিৎসা ঃ পাথর কুচির পাতা লবণের সাথে চিবিয়ে খেলে এ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

❑ তাল গাছের মূল বাসী পানির সাথে বেটে খেলে ভাল ফল হয়।

❑ বরুণ ছাল, শুঁঠ চূর্ণ ও গোক্ষুর– এ তিন দ্রব্যের পাচন দু'মাষা যবক্ষার ও দু'মাষা পুরাতন গুড়ের সাথে সেবন করলে পাথর বিগলিত হয়ে যায়।

www.kobirajibook.com

❑ ছাগলের দুধ, মধু ও গোক্ষুর বীজ চূর্ণ সেবন করলে পাথরী রোগ আরোগ্য হয়।

❑ কোশতায়ে হাজারুল ইয়াহুদ জাওয়ারেশে জালিনুসের সাথে সেবন করলেও পাথরী গলে বের হয়ে যায়।

❑ ছাগল দুধের সাথে আনন্দযোগ মিশিয়ে সেবন করলে পাথরী বিগলিত হয়। আনন্দযোগ একটি কবিরাজী ওষুধ।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

(১) নিম্নের লেখা তাবিজ করে নাভির নিচে ধারণ করবে।

ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك امرك فى السماء والارض كما رحمتك فى السماء فاجعل رحمتك فى الارض واغفرلنا خطايانا انت رب الطيبين فانزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع ـ

❑ সূরা আলাম নাশরাহ সাদা কাগজে বা এক খন্ড রেশমের কাপড়ের উপর লেখে এক বোতল পানির মধ্যে রাখবে। অতঃপর উক্ত পানি রোগীকে একাধারে চল্লিশ দিন পান করাবে।

❑ বিসমিল্লাসহ নিম্নের আয়াত চীনা মাটির বরতলে লেখে ধোয়া পানি রোগীকে প্রত্যহ একবার পান করাবে। আয়াত এই–

وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيؤمئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهى يومئذ واهية ـ

❑ বিসমিল্লাসহ নিম্নের আয়াত দ্বারা তাবিজ লেখে নাভির নীচে বেঁধে রাখলে পায়খানা পেশাব খোলাসা হয়। আয়াত এই–

وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقا الماء على امرقد قدر ـ

www.kobirajibook.com

❑ নিম্নের আয়াত বিসমিল্লাসহ চীনা বরতনে লেখে ধৌত করে রোগীকে খাওয়ালেও পেশাব খোলাসা হয়। আয়াত এই–

واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم ..... مفسدين -

সুপথ্য ঃ পুরাতন চালের নরম ভাত, ছোট মাছের পোনা, কদু, পটল, ঝিংগা, বেগুন, মানকচু, মোচা, থোড়, পাখির গোশ্‌ত, মাষকলাই, মুগ, দুধ, ঘোল, তাল, কচি তালের শাঁস, খেজুরের মাথি, নারিকেল ডাবের লেওয়া, চিনি এবং লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি এ রোগে সুপথ্য।

কুপথ্য ঃ যে কোন মিষ্টি দ্রব্য, টক ও গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিঠা, তেলে ভাজা দ্রব্য, মৈথুন, রাত জাগরণ এবং অধিক পরিশ্রম প্রভৃতি এ রোগের জন্য ক্ষতিকর।

যৌন রোগের চিকিৎসা

মেহ প্রমেহ, স্বপ্নদোষ বা পেশাবের আগে পরে সাদা ফোঁটা ফোঁটা শুক্রপাত হলে চিকিৎসার্থ নিম্নের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে ঃ

❑ মধু ও হলুদ সহযোগে আমলকীর রস সেবন করলে মেহ রোগ আরোগ্য হয়। অথবা ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতার নির্যাস সেবন করলেও মেহ প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়।

❑ সামান্য ফিটকিরি একটি ডাবের মধ্যে ঢুকিয়ে ২৪ ঘন্টা কাদার মধ্যে পুঁতে রাখবে। পরদিন ভোরে সে পানি খালি পেটে খাবে।

❑ গুলঞ্চের রস মধুসহ সেবন করলেও ভাল ফল হয়।

❑ রক্ত ও ধাতু চাপজনিত কারণে যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরভাগ গরম হয়ে গেলে শুক্র হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শুক্রপাত ও পেশাবকালে জ্বালা পোড়া হয়। পিত্ত আধিক্যের কারণেও এরূপ হতে পারে। এমতাবস্থায় শতমূলীর রস কাঁচা দুধে মিশিয়ে সেবন করলে আল্লাহ্‌র রহমতে নিরাময় হয়।

❑ বাবলার আঠা পানিতে ভিজিয়ে সাথে ৪ রতি যবক্ষার মিশিয়ে খালি পেটে সেবন করলে শুক্রক্ষয় দূর হয়।

❑ কাবাব চিনি চূর্ণ করে পানিতে মিশিয়ে প্রত্যহ ভোরে পান করলে মেহ রোগ প্রশমিত হয়।

www.kobirajibook.com

❑ পেশাব লাল, হলুদ বা শ্বেত বর্ণ ধারণ করলে চন্দনাসব সেবনে আরোগ্য হয়।

❑ মেহ প্রমেহ, শুক্রতারল্য, ধাতু দৌর্বল্য এবং স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যৌন রোগে শিমূল মূল চূর্ণ মধুসহ অথবা বসন্ত রস নামক কবিরাজী ওষুধ সেবন করবে। এতে স্থায়ী আরোগ্য লাভ হবে।

সুপথ্য ঃ পুরাতন চালের সিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল, পটল, বেগুন, কাঁচকলা, ঝিঙ্গে, ডুমুর, থোড়, মোচা, মুগ, মাষকলাই, দুধ, দধি, ঘোল, খেজুরের মাথি, তাল, চিনি, নারিকেল ও পুরাতন ঘি উপকারী পথ্য।

কুপথ্য ঃ মিষ্টি, মিষ্টান্ন, পিঠা, পোলাও, গুরুপাক খাদ্য, গরুর গোশত, মরিচ, টক দ্রব্যাদি ক্ষতিকারক।

ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা

অত্যধিক যৌন অনাচার এবং শুক্রক্ষয়জনিত কারণে ধ্বজভঙ্গ রোগ দেখা দেয়। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে প্রথমেই কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবে।

পুরুষের ধ্বজভঙ্গ দু'প্রকার ঃ

❑ বাইরে কোন লক্ষণ থাকে না, কিন্তু অত্যধিক শুক্রক্ষয়ে শরীর একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়।

❑ অতিরিক্ত হস্ত মৈথুন পুংমৈথুন ইত্যাদি কারণে যৌনাঙ্গের উত্থান শক্তি রহিত হয়ে যায়। এ ধরনের ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ে।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ এ রোগ দেখা দিলে সাধারণতঃ মনে ভয়ানক দুশ্চিন্তা এবং হতাশা দেখা দেয়। এজন্য রোগীর আনন্দ উপভোগ, নির্মল বায়ু সেবন, সকাল বিকাল মুক্ত প্রান্তরে কিংবা নদীর তীরে ভ্রমণ খুবই প্রয়োজন। একা থাকা এবং চিন্তামগ্ন থাকা ভাল নয়।

রোগীর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে 'অভয়া মোদক' দ্বারা প্রথমে পেট পরিষ্কার করে নিবে। তারপর মূল রোগের চিকিৎসা করবে। যদি আমাশয়, অতিসার, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা অন্য কোন জঠর রোগ থাকে, তবে প্রথমে তা নিরাময়ের পরে ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা করবে।

❑ এ রোগে ডিমের কুসুম পিঁয়াজের টুকরার সাথে একাধারে তিন দিন খালি পেটে খেলে খুব উপকার হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

www.kobirajibook.com

❑ মাষকলাই ঘিতে ভেজে দুধের মধ্যে সিদ্ধ করবে। তারপর সে দুধের মধ্যে কাল তিল ভিজিয়ে সেবন করলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

❑ চারা শিমুলের মূল ও তাল গাছের মূল একত্রে চূর্ণ করে ঘি এবং দুধের সাথে সেবন করবে।

❑ কুকুরের লিঙ্গ কেটে সঙ্গমের পূর্বে উরুতে বেঁধে রাখলে লিঙ্গ নিস্তেজ হয় না।

❑ তাজা গোশত, হাঁস, মুরগী ও মাছের ডিম এবং বড় পুঁটি মাছ ঘিতে ভেজে খাবে।

❑ কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ ও ছাগলের অন্ডকোষ ভেজে লবণের সাথে খেলে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

❑ প্রাচীন শিমূল মূলের রস পরিমাণ মত চিনিসহ কিছু দিন খেলে শুক্র বৃদ্ধি পায়।

❑ আলকুশুরী বীজ ও কুল পাতার বীজ চূর্ণ করে ঘি, মধু ও চিনিসহ মিশিয়ে ঈষৎ গরম দুধের সাথে সেবন করলে অতি সঙ্গমেও বল হানি হয় না।

❑ আমলকী চূর্ণ, ঘি, মধু ও চিনি মিশিয়ে চেটে খেয়ে দুধ পান করলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

❑ গরুর লিঙ্গ মিহিন পাউডারের মত চূর্ণ করে সঙ্গমের পূর্বে মধুসহ খেলে নিস্তেজ লিঙ্গও পুনরুত্থিত হয়ে যথাযথভাবে কর্মক্ষম হয়।

❑ মোরগের কোষদ্বয় শুকিয়ে চূর্ণ করে সাথে সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে মধুসহ মৃদু আগুনে জ্বাল দিবে, ঘনীভূত হয়ে গেলে নামিয়ে ছোট ছোট বড়ি বানিয়ে সঙ্গমের পূর্বে মুখে রাখবে। যতক্ষণ তা মুখে থাকবে ততক্ষণ পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

❑ বড় বুট পিঁয়াজের রসে এক রাত ভিজিয়ে ভোরে তুলে তা ছায়াতে শুকাবে। সাত দিন এরূপ করে তা চূর্ণ করতঃ সমপরিমাণ মিছরি মিশিয়ে প্রত্যহ ভোরে ও শয়নকালে দুধসহ সেবন করবে।

❑ বাদুড় ও চামচিকার রক্ত পদতলে মর্দনে লিঙ্গ দন্ডবৎ কঠিন হয়।

❑ ছোলা ভেজে চূর্ণ করতঃ সাথে পাঁচটি ডিমের কুসুম মিশিয়ে পানিতে জ্বাল দিবে। হালুয়ার ন্যায় হয়ে গেলে এক ছটাক মধু ও এক ছটাক ঘি মিশিয়ে নেবে। অতঃপর চার তোলা করে প্রত্যহ ভোরে সেবন করবে।

❑ দেড় পোয়া মধু জ্বাল দিয়ে খুব গাঢ় করবে। তারপর বিশটি ডিমের কুসুম ঐ মধুতে উত্তমরূপে মাড়বে। তার সাথে আকরকরা, লবঙ্গ, শুঁঠ প্রত্যেকটি

www.kobirajibook.com

চৌত্রিশ মাষা পরিমাণ নিয়ে চূর্ণ করে মধু ও ডিমের সাথে মিশিয়ে হালুয়া তৈরী করবে। অতঃপর প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায় এক তোলা পরিমাণ সেবন করবে। সর্বপ্রকার ধ্বজভঙ্গে এ হালুয়া বিশেষ উপকারী।

❑ দু'তোলা বড় বুট রাতে পানিতে ভিজিয়ে ভোরে এক একটি করে চিবিয়ে খাবে। অবশেষে মধু দিয়ে পানিটুকু সেবন করবে এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শরীরচর্চা করবে। এতে শরীর সবল, যৌনাঙ্গ শক্ত ও কার্যক্ষম হবে।

❑ গব্য ঘি, গব্য দুধ, পান্ডার তেল সব এক পোয়া পরিমাণ করে নিয়ে মৃদু আগুনে পাক করবে এবং পাঁচ ছটাক থাকতে নামাবে। অতঃপর প্রত্যহ ভোরে দু'তোলা পরিমাণ খাবে। এতে কোমরের ব্যথা উপশম হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, গুর্দা ও লিভার সতেজ হয়।

❑ ধ্বজভঙ্গ রোগে অন্য যেকোন ওষুধ ব্যর্থ হলে বসন্ত কুমার রসই একমাত্র ভরসা মনে করবে। তা যে কোন বড় কবিরাজী ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ (১) এক টুকরা স্বর্ণের পাতে নিম্নের তাবিজ লেখে সঙ্গমকালে জিহ্বার নিচে রাখলে লিঙ্গ শক্ত ও দৃঢ় থাকবে। তাবিজ এই–

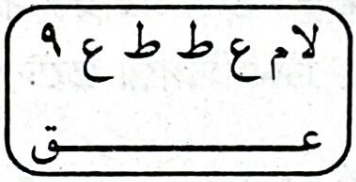

❑ সঙ্গম পূর্বে محسعليفعليل লিঙ্গে লেখে নিলে তা সুদৃঢ় থাকে।

❑ নিম্নের আয়াত লেখে কোমরে বেঁধে রাখলে সহজে বীর্যপাত হয় না।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ وقيل يااارض ابلعى مائك .....

بماء معين وصلى الله على النبى واله وسلم ـ

পুংলিঙ্গ ব্যাধির চিকিৎসা

মৈথুন বা অন্য কোন অনাচারে পুংলিঙ্গের অগ্রভাগ মোটা ও গোড়া চিকন হলে নিম্নের ঔষধ ফলদায়ক।

❑ পানির ভেকের চর্বি সোয়া তোলা, আকরকরা সাড়ে দশ মাষা, গব্য ঘি সাড়ে তিন তোলা– প্রথমে ঘি গরম করে সাথে ভেকের চর্বি মিশিয়ে কিছুক্ষণ মৃদু আগুনে জ্বাল দিবে। তারপর আকরকরার চূর্ণ মিশিয়ে এক ঘন্টা মাড়বে। তৎপর কিঞ্চিৎ গরম করে লিঙ্গের তলদেশে মালিশ করে একটি পান দিয়ে ঢাকবে এবং তার উপর নেকড়া দিয়ে সারা রাত বেঁধে রাখবে। ভোরে তা খুলে গরম পানি

www.kobirajibook.com

দ্বারা ধৌত করবে। লিঙ্গের উপর কিছু দানার মত উঠলে তার উপর মাখন প্রলেপ দিবে।

❑ লিঙ্গে বেশ কিছুদিন গোপাল তেল মালিশ করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

❑ সমুদ্র ফেনা পানিতে পিষে লিঙ্গে মালিশ করলে লিঙ্গ বড় হয় এবং সহসা উত্থিত হয়।

❑ লিঙ্গ ক্ষুদ্র হয়ে গেলে তা প্রথমতঃ ঠান্ডা পানি দ্বারা ধৌত করতঃ মোটা কাপড় দ্বারা খুব রগড়াবে। এতে তথায় প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হলে তখন আদার মোরব্বার সিরা লাগিয়ে দিবে। এতে তা বড় ও শক্ত হবে, সঙ্গমে শান্তি পাবে।

❑ রাখাল শলার মূল সাত দিন ছাগল ছানার ভাপনা দিয়ে লেপন দিলেও লিঙ্গ বড় ও শক্ত হয়।

❑ নার্গিস ফুল গাছের মূল খুব ভালরূপে পিষে লিঙ্গে মালিশ করলে উপকার হয়।

❑ এক টুকরা নেকড়া আকন্দের দুধে তিন বার ভিজাবে, তিন বার শুকাবে। তৎপর গব্য ঘিতে ভিজিয়ে কিছু পরিমাণ তবকী হরিতালের গুঁড়া ছিটাবে। অতঃপর একদিক লোহার শিকের সাথে এবং অন্য দিক হাতে ধরে চেরাগের উপর ধরবে। এতে যে পরিমাণ ঘি চুইয়ে পড়বে তা শিশিতে ভরে রাখবে এবং লিঙ্গের মাথা বাদ দিয়ে সবটায় মালিশ করবে। অতঃপর পান দ্বারা জড়িয়ে নেকড়া দ্বারা বাঁধবে। এরূপ দু'সপ্তাহ করলে লিঙ্গ লম্বা, মোটা ও শক্ত হয়।

গর্মি বা সিফিলিস রোগের চিকিৎসা

গর্মি বা সিফিলিস অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। লিঙ্গের বহির্ভাগে এবং মাথায় ফোস্কার মত হয়ে ভয়ানক অবস্থা ধারণ করে এবং ফেটে পানি বের হয় ও খুব চুলকায়। অনেক সময় লিঙ্গ পচে যায়। কোন কোন সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও জখম হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় এ রোগ বাইরে প্রকাশ পায় না। বরং চর্মের নীচে থাকে। তবে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ে।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ

❑ বাবলার পাতা চূর্ণ, ডালিমের খোসা চূর্ণ অথবা মানুষের কপালের হাড় চূর্ণ গর্মি ক্ষতে লাগালে ক্ষত শুকায়। অবশ্য মানুষের হাড় ব্যবহার দুরস্ত নেই।

❑ খয়ের দু'ছটাক, হরিণের শিং ভস্ম দু'ছটাক, গেটে কড়ি ভস্ম এক ছটাক, তুঁতে ভস্ম এক ছটাক, মোম দু'ছটাক, মাখন এক পোয়া একত্রে মিশিয়ে গর্মি ক্ষতে লাগালে আরোগ্য হয়

www.kobirajibook.com

❑ ত্রিফলার কাথ (নির্যাস) অথবা ভীমরাজের রস দ্বারা গর্মি ক্ষত ধৌত করবে। পেকে উঠলে জয়ন্তী, কবরী ও আকন্দের পাতার কাথে ধৌত করবে।

❑ ময়দার একটি গুলির মধ্যে চার রতি শোধিত পারদ, তার উপর রস কর্পূর রেখে ময়দার গুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করবে যেন পারদ দেখা না যায় এবং বাইরেও কিছু না থাকে। অতঃপর গুলিটির উপর লবঙ্গের গুঁড়া মেখে এমনভাবে গুলিটি গিলে ফেলবে, যেন তা দাঁতে না লাগে। অতঃপর পান চিবিয়ে খাবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

❑ সিফিলিসের জখম ও দানা দেখা দিলে فحسبتم। আয়াত শেষ পর্যন্ত তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। (উন্মাদ রোগ দ্রঃ) অতঃপর সে পানি একাধারে দশ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ দু'তিন বার করে পান করবে। পরে সরিষার তেলে কর্পূর মিশিয়ে উক্ত আয়াত পড়ে দম করবে এবং সে পানি ১২০ দিন লিঙ্গে মালিশ করবে। আর আয়াতে শেফা ১২০ দিন চীনা বরতনে লেখে সেবন করবে। আল্লাহ্‌র রহমতে সিফিলিস রোগ আরোগ্য হবে।

সুপথ্য ঃ দিনে পুরাতন চালের ভাত, মুগ, ছোলার ডাল, আলু, পটল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, কলার থোড়, শজিনা ডাটা, কপি; আর রাতে রুটি, লুচি, সাগু, বার্লি, রসগোল্লা, গজা, পোতা বাদাম, কবুতর ও মুরগীর গোশত, দুধ ইত্যাদি সুপথ্য।

কুপথ্য ঃ নতুন চালের ভাত, মাষকলাই, লঙ্কার ঝাল, গুড়, দধি, মাছ বোয়াল মাছ, বাসী খাদ্য, উপবাস, অধিক বায়ু সেবন, প্রখর রৌদ্র, অতিরিক্ত ব্যায়াম, স্ত্রী সঙ্গম, বেগুন, গরুর গোশত, পিঠা, অধিক লবণ, দিবা নিদ্রা ইত্যাদি কুপথ্য।

গনোরিয়া রোগের চিকিৎসা

গনোরিয়াও সিফিলিসের মত মারাত্মক ব্যাধি। বেশ্যালয়ে গমন এবং দূষিত যোনীতে রমণক্রিয়া বা ঐ জাতীয় রোগীর সংস্পর্শে এলে এ রোগ দেখা দেয়। এ রোগে লিঙ্গের অভ্যন্তরে ঘা হয় এবং তা পেকে পুঁজ নির্গত হয়। লিঙ্গের মাথা ফুলে যায়, পেশাবে জ্বালা পোড়া হয়। কারো এ রোগ দেখা দিলে বংশানুক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ

❑ তেঁতুলের কচি পাতা পানিতে ছেঁকে নিবে। অতঃপর তা একাধারে ২ দিন ইক্ষু গুড়ের সাথে সেবন করবে। পিচকারি দিয়ে মূত্রনালী পরিষ্কার করবে। এ রোগে সারিবাদী সালসা অনেক দিন পর্যন্ত সেবন করলে উপকার হয়।

www.kobirajibook.com

❑ কাঁচা হলুদ ও ইক্ষু গুড় পরিমাণ মত সেবন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

❑ তেঁতুলের বীচি চূর্ণ এক তোলা সামান্য চিনিসহ একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত সকালে সেবন করলে বীর্য গাঢ় ও মূত্রনালীর দোষ দূর হয়।

❑ শ্বেত পদ্মের কুঁড়ি ১ তোলা পরিমাণ নিয়ে এক ছটাক পানিতে কচলাবে। তারপর রাতে তা একটি পাত্রে রেখে দিবে। ভোরে ঐ পানি ছেঁকে চিনিসহ পান করবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

নিম্নের আয়াত তিন বার– পানিতে দম করবে।

قلنا يانارکونی ..... الاخسرين ۔ পর্যন্ত

তারপর এ আয়াত তিন বার– سلام قولا من رب رحيم ۔

তারপর চার قل তিন বার, অতঃপর لهم البشرى হতে هو الفوز العظيم। পর্যন্ত তিন বার পড়ে পানিতে দম করবে। (মূত্রাশয় রোগ দ্রঃ)

প্রত্যেক আয়াতের আগে একবার সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। অতঃপর ঐ পানি প্রত্যহ তিন বার করে পান করবে। সাথে সাথে আয়াতে শেফা চীনা মাটির বরতনে লেখে সেবন করবে। এরূপ চল্লিশ দিন আমল করলে আল্লাহ্‌র রহমতে মূত্র রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গনোরিয়া রোগ আরোগ্য হবে।

পথ্য ঃ সিফিলিস আর গনোরিয়া রোগীর পথ্য একই। সিফিলিস রোগের আলোচনায় দেখে নেয়া যেতে পারে।

স্ত্রীলোকের যৌন ব্যাধির চিকিৎসা

অসাবধানতা, অসতর্কতা ও নানাবিধ অখাদ্য–কুখাদ্য ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে রস এবং রক্ত দূষিত হয়ে স্ত্রীলোকদের নানা ব্যাধি দেখা দেয়। স্ত্রীলোকদের সিফিলিস, গনোরিয়া রোগ দেখা দিলে পুরুষের অনুরূপ চিকিৎসা করবে।

চিকিৎসা ঃ

❑ রোগের কারণে যোনী ঢিলা হয়ে গেলে এবং সর্বদা পানির মত নির্গত হতে থাকলে তেঁতুল বীজ চূর্ণ তুলায় পেঁচিয়ে যোনীর মধ্যে কিছু দিন দিয়ে রাখলে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যোনীদেশ একেবারে কুমারী যোনীর মত এবং অন্যান্য যোনীর রোগও দূর হয়ে যায়।

www.kobirajibook.com

❑ ডিমের খোলের পাতলা পর্দা পিষে সাথে বাচ্চা কবুতরের রক্ত মিলিয়ে দু'তিন দিন যোনীদ্বারে ব্যবহার করলে যোনীদেশ দৃঢ় হয়।

❑ ভেড়ার পশমের ময়লা যোনীদেশে ধারণ করলে পানি পড়া বন্ধ হয়।

❑ গর্ভাবস্থায় যোনীদ্বার জখম হলে কোন ওষুধ ব্যবহার করবে না। বরং সন্তান প্রসবের পর তা আপনা হতেই আরোগ্য হয়ে যাবে।

❑ বলদ গরুর পিত্তে মিহিন পশম ভিজিয়ে অথবা খরগোশের চর্বি কিংবা পনিরের সাথে কিছু গোল মরিচ চূর্ণ মিলিয়ে যোনীর মধ্যে ধারণ করলে যোনীদেশ শক্ত এবং সংকীর্ণ হয়।

স্বপ্নদোষের চিকিৎসা

অশ্লীল নাটক নভেল জাতীয় বই পুস্তক পাঠ, খারাপ ছায়াছবি দর্শন, কুচিন্তা ও কুসংসর্গ এবং কোন কোন জাতীয় খাদ্য খাদকের ফলে যুবক যুবতীদের স্বপ্নদোষ দেখা দেয়। মূলতঃ যৌবনের আগমনে কদাচিৎ স্বপ্নদোষ হওয়া কোন রোগের মধ্যে গণ্য নয়। কিন্তু বার বার এমন হওয়া রোগেরই লক্ষণ। অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ হতে থাকলে শুক্র পাতলা হয়ে যায়। ধাতু দৌর্বল্য দেখা দেয়। এমনকি শরীরের দুর্বলতায় মস্তক ঘূর্ণন এবং আরো নানা উপসর্গ দেখা দেয়। চেহারা খারাপ হতে থাকে। চক্ষু বসে যায়, গাল ভেঙ্গে যায়। মাথা সব সময় গরম থাকে। অধিক রাত জাগার কারণে মাথা গরম হয়েও স্বপ্নদোষ হতে পারে।

প্রতিকার ঃ স্বপ্নদোষ দেখা দিলে প্রতিকারের জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বন দরকার। যেমন সৎসংসর্গ অবলম্বন করবে। অশ্লীল বই পুস্তক, ছায়াছবি ও আলাপ আলোচনা বন্ধ করবে। চিৎ বা উপুড় হয়ে শুবে না। পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নিদ্রা যাবে না। অধিক উষ্ণ গুণসম্পন্ন দ্রব্য যথা ঝাল, টক ইত্যাদি খাবে না। বিশেষত রাতের বেলা একেবারেই বর্জনীয়।

চিকিৎসা ঃ

❑ রাতে শয়নকালে এক টুকরা সীসা কোমরে বেঁধে শুবে।

❑ নিদ্রা যাবার পূর্বে কাবাব চিনি চূর্ণ সেবন করলে স্বপ্নদোষ হবে না।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

❑ নিদ্রায় যাবার পূর্বে সূরা তারেকের প্রথম হতে حافظ পর্যন্ত পাঠ করে শুবে।

www.kobirajibook.com

❑ শোয়ার সময় অঙ্গুলি দ্বারা ডান উরুতে آدم এবং বাম উরুতে حوا লেখবে, এতে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ স্বপ্নদোষ হবে না।

❑ যদি পেটের কোন রোগ থাকে তবে ভিন্নভাবে ওষুধ করবে এবং নিম্নের তাবিজ লেখে ধারণ করবে।

بسم الله الذى لايضر হতে وهو السميع العليم পর্যন্ত।

অর্শ রোগের চিকিৎসা

অর্শ কৃমির কারণে সৃষ্ট একটি ব্যাধি। কোন কোন সময় তা বংশানুক্রমে দেখা দেয়। কৃমির কারণে অধিকাংশ এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ পেট ভার থাকে, শরীর দুর্বল, পদদ্বয়ে অবসাদ, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, পীত বর্ণতা, শ্বাস, কাশ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য, মলদ্বারে যন্ত্রণা ও স্ফীতি এবং রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ পেয়ে থাকে।

বাইরের লক্ষণ ঃ মলদ্বারের বাইরে মাংস অংকুরের মত নরম বা শক্ত হয়ে মলদ্বার সংকীর্ণ হয়ে যায়। রোগীর মল শক্ত হয়ে অনেক সময় মলদ্বার ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। আবার অনেক সময় মলদ্বারের সামান্য ভিতরে বা গভীরে মাংসাঙ্কুর হয়। তখন চিকিৎসা খুব কঠিন হয়।

প্রতিকার ঃ যে কোন প্রকার অর্শই হোক পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং যেসব খাদ্য-খাদকে পেশাব-পায়খানা তরল ও পরিষ্কার হয় তা খাবে। মেয়েলোকের অর্শ রোগ হলে প্রথমাবস্থায় রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার ওষুধ ব্যবহার না করাই ভাল।

❑ প্রত্যহ এক আধ মুষ্টি কাঁচা চাল চিবিয়ে খেলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

❑ অর্শে অধিক যন্ত্রণা থাকলে লোবান ও ধুপের ধোঁয়া লাগাবে।

❑ কুড়চির ছাল অর্ধ তোলা বেটে ঘোলের সাথে পান করলে রক্তস্রাব অবশ্যই বন্ধ হবে।

❑ ঘোষা লতার মূল বেটে প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

❑ পুরাতন ইক্ষু গুড় পানিতে গুলে সাথে শসা ফুল চূর্ণ পাক করে মলদ্বারে প্রবেশ করালে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়।

❑ আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, লাউয়ের কচি পাতা, করঞ্জের ছাল গোমূত্রে পিষে মাংসাঙ্কুরের মুখে লাগালে অর্শ রোগ ভাল হয়।

www.kobirajibook.com

❑ ওল চূর্ণ এক ভাগ, বিতা মূল আট ভাগ, আদা শুঁঠ চার ভাগ, পিপুল, পিপুল মূল, শতমূলী, আলমূলা আট ভাগ, গোলমরিচ, দারুচিনি, এলাচি দু'দু' ভাগ করে নিয়ে চূর্ণ করবে এবং পুরাতন গুড়ের সাথে মিশ্রিত করে মোদক প্রস্তুত করবে। এ মোদক অর্শ, শ্বাস, কাশ ইত্যাদিতেও বিশেষ ফলদায়ক।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

❑ যে কোন অর্শে নিম্নের আয়াত লেখে ধারণ করলে আরোগ্য হয়।

بعدا للقوم الظلمين হতে وقيل يا ارض ابلعى مائك পর্যন্ত এবং قل ارأيتم ان اصبح ماءكم غولا فمن يأتيكم بماء معين পর্যন্ত।

❑ লাল রংয়ের আট গজ সুতাতে একুশটি গিরা দিবে। প্রত্যেক গিরায় একবার করে সূরা লাহাব পড়ে দম করবে।

তারপর ডান দিক হতে দশ বার করে নিম্নের আয়াত পড়ে দম করবে–

لااله الا انت سبحنك انى كنت من الظلمين ـ

তারপর বাম দিকে হতে একবার করে নিম্ন আয়াত পড়ে দম করবে। وقيل হতে يا ارض ابلعى ماءك পর্যন্ত।

ভগন্দর রোগের চিকিৎসা

এ রোগ অর্শের চেয়েও মারাত্মক। মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে দু'আঙ্গুল পরিমিত স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্রন উৎপন্ন হয়। উক্ত ব্রন পেকে নালীতে পরিণত হলে তাকে ভগন্দর বলে। ভগন্দরে নালী ক্রমশঃ বড় হয়ে তার মুখ দিয়ে মলমূত্র এবং শুক্র পর্যন্ত নির্গত হতে পারে। সকল প্রকার ভগন্দরই অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ

❑ প্রতিদিন ত্রিফলার কাথে ভগন্দের ক্ষত ধুলে তা উপশম হয়।

❑ আধা সের সরিষার তেল, জারিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠা বিষ, জারিত ও মাড়িত তাম্র সমপরিমাণ নিয়ে সূর্য তাপে গরম করে ক্ষতস্থানে লাগালে বিশেষ উপকার হয়।

www.kobirajibook.com

❑ জাতি পাতা, কচি বট পাতা, গুলঞ্চ, আদা শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ গুলে পিষে প্রলেপ দিলে ভগন্দর আরোগ্য হয়।

❑ মলদ্বারে যন্ত্রণাদায়ক ব্রন উঠামাত্র বট পাতা, পানিস্থিত ইট চূর্ণ, আদা শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা॥ এ সকল একত্রে পিষে ব্রনে প্রলেপ দিবে। এতে দূষিত রস ও রক্ত পরিষ্কার হয়ে ব্রন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

❑ নিম্নের দোয়া এবং আয়াত পাঠ করে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে মুখের লালা লাগিয়ে আঙ্গুল মাটিতে লাগাবে। এতে যে পরিমাণ মাটি উঠে তা ভগন্দর ও ব্রনরের উপর লাগাবে। এভাবে দু'তিন দিন আমল করলে ভগন্দর ও ব্রণের ব্যথা কমে যাবে। بتربة من ارضنا بريق بعضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا ও افحسبتم শেষ পর্যন্ত। ৩ বার পাঠ করে পানিতে দম করে তা পান করবে।

আর ৩ বার رب انى مسنى الضر وانت ارحم الرحمين এবং দশ বার مسلمة لاشية فيها পড়ে সরিষার তেলে দম করে এগার দিন মালিশ করবে।

❑ চীনা মাটির বরতনে সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লেখে রোগীকে সেবন করাবে। এ আমল অন্ততঃ সাত দিন করবে।

সুপথ্য ঃ অর্শ ভগন্দর রোগে দিনে পুরাতন সিদ্ধ চালের ভাত, মুগ ডাল, আলু, পটল, মানকচু, উচ্ছে, কলার থোড়, শজিনা ডাটা, কপি, ডুমুর এবং রাতে রুটি, লুচি, সাগু, পেঁপে, নটে শাক, কলমি শাক, মোচা, মাগুর মাছ, কৈ মাছ, রুই মাছ, দুধ, মাখন, মিশ্রি, কাল তিল প্রভৃতি হিতকর পথ্য।

কুপথ্য ঃ ভাজা, পোড়া দ্রব্য, দধি, পিঠা, রাত জাগরণ, রৌদ্র-তাপ, পেশাব পায়খানার বেগ ধারণ, সাইকেল চালনা, ঘোড় দৌড় ইত্যাদি।

বাগী রোগের চিকিৎসা

বাত প্রভৃতির দোষে কুচকি বা উরু সন্ধিতে যে ফুলা উৎপন্ন হয় তাই বাগী নামে পরিচিত। এর সাথে জ্বর এবং অত্যন্ত বেদনাও দেখা দেয়।

www.kobirajibook.com

চিকিৎসা ঃ

❑ বাগী উঠার প্রথম অবস্থায় বটের বা কালকুচের আঠা দ্বারা প্রলেপ দি বাগী বসে যায়। গুড়, চুন বা শজিনার আঠা এবং চিনি একত্রে মিশিয়ে প্রলে দিলে বাগী আরোগ্য হয়।

❑ একটা কাক মেরে তৎক্ষণাৎ পেট ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে ঐ খা পেটটি দিয়ে বাগী ঢেকে দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

❑ কালজিরা, কুড়, গম, কুল, আদা শুঁঠ সবগুলো সমপরিমাণ কাঁজিতে পি সামান্য গরম করে তা দিয়ে প্রলেপ দিলে বাগী উপশম হয়।

গোদ বা শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা

গোদ বা শ্লীপদ রোগ হওয়ার পূর্বে বাগীর আকারে কুচকি বা উরুতে ফুল বেদনা ও জ্বর হয়। ক্রমে তা কোন এক পা বা উভয় পায়ে নেমে হাতীর পায়ে আকার ধারণ করে।

যদি পিত্তের জোর থাকে, তবে গোদ হতে পীত এবং দাহ ও জ্বর দেখ দিবে। আর যদি বায়ুর জোর বেশী থাকে, তবে গোদ হতে কাল বর্ণ এবং তা সাথে জ্বর ও বেদনা দেখা দিবে। আর কফের জোর বেশী হলে গোদ পাণ্ডুর ব অথবা শ্বেত বর্ণ হবে।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ

❑ দেবদারু, চিতামূল, গোচনায় পিষে সামান্য গরম করে প্রলেপ দিলে গো রোগ দূর হয়ে যাবে।

❑ শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজিতে বেটে প্রলেপ দিলে গোদ ভাল হয়।

❑ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টি মধু, গুড় কামাই, পুণর্নবা একত্রে কাঁজিতে বেটে প্রলেপ দি আরোগ্য হয়।

❑ কনক ধুতরা মূল, নিসিন্দা, পুণর্নবা, শজিনা মূলের ছাল এবং সরিষা পি প্রলেপ দিলে গোদ রোগ সমূলে ভাল হয়।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

❑ কিছু শুষ্ক মাটি নিয়ে وقيل يا ارض ابلعى ماءك হতে ظلمين পর্যন্ত পড়ে তিন বার, قل ارايتم হতে معين পর্যন্ত দুবার পড়ে মাটিতে দ

www.kobirajibook.com

করবে। অতঃপর পাঠক নিজের মুখের কিছু থুথু ঐ মাটিতে নিক্ষেপ করে তা দিয়ে গোদের উপর প্রলেপ দিবে।

❑ সরিষার তেল, পাঁচ প্রকার লবণ, তার্পিন ও কর্পূর একত্রে মিশিয়ে নিম্নের আয়াতগুলো ও দোয়া পড়ে দম করবে।

৩ বার افحسبتم হতে خير الراحمين পর্যন্ত (জরুরী আয়াত দ্রঃ)

৩ বার عذاب اليم হতে ذلك تخفيف পর্যন্ত

৩ বার وبالحق انزلنه হতে نذيرا পর্যন্ত

৩ বার بسم الله الذى لايضر হতে السميع العليم পর্যন্ত।

৩ বার قل ارأيتم হতে بماء معين পর্যন্ত।

৩ বার ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا امتا ـ

১০ বার رب انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين

১০ বার مسلمة لاشية فيها

এভাবে একাধারে দেড় মাস আমল করে দৈনিক ৪/৫ বার তেল মালিশ করলে ইনশাআল্লাহ্ গোদ রোগ আরোগ্য হবে।

গোড়শূল রোগের চিকিৎসা

পায়ের গোড়ালির তলদেশে গোড়শূল বেদনা হয়ে থাকে। এটা একটা গেজের মত হয়। চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হয়। পিত্তের কারণে তা হয়ে থাকে। তবে পায়খানা যথারীতি পরিষ্কার থাকলে এবং বেশ কিছু দিন কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, গুলঞ্চের কাথ বা নির্যাস সেবন করলে এবং অনবরত একটু একটু গরম দুধ পান করলে এ রোগ উপশম হয়।

কোমর বেদনার চিকিৎসা

কোমর বেদনার কারণ বহু হতে পারে। যথা– ঠাণ্ডা লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য, গুর্দা ব্যাধি, পানাহার, চলাফেরা ইত্যাদির অসাবধানতাজনিত কারণে কোমর বেদনা হয়ে থাকে। রোগের কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করবে।

www.kobirajibook.com

❑ অতি ঠান্ডার কারণে কোমর ব্যথা হলে দুতোলা মধু, আধ পোয়া মৌ ভিজান পানি মিশিয়ে সাথে ছয় মাষা কালজিরা, ছয় তোলা মধু দিয়ে চিবি খাবে। এ ছাড়া ডান বাম যে কোন বেদনার জন্য তা উপকারী।

❑ মেয়েলোকের মাসিক স্রাব অবস্থায় কোমরে ব্যথা দেখা দিলে তা বাধক বেদনা বলে। তার ওষুধ বাধক বেদনা অধ্যায়ে দেখে নিবে।

❑ থানকুনির পাতা লবণের সাথে পিষে প্রলেপ দিলে কোমরের ব্যথা দূ হয়।

❑ বিপুল মূলের ছাল শুকিয়ে চূর্ণ করে চিনিসহ সেবন করবে। এভাবে এক বা চল্লিশ দিন সেবন করলে কোমর বেদনা ভাল হয়ে যাবে।

❑ শীতকালে সন্তান প্রসবের পর স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যাভাবে প্রসূতি কোমর বেদনা হতে পারে। এ বেদনায় অর্ধ সিদ্ধ ডিমের সাথে নিমক সোলায়মানী সেবন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ফোঁড়া ও ব্রন রোগের চিকিৎসা

ফোঁড়া ও ব্রন প্রথমে চামড়ার নীচে শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। যখন বাইরে ফুটে উঠে তখন আমরা তা অনুভব করি বা দেখি। কাজেই এ জাতীয় রোগ বসিয়ে না দিয়ে পাকিয়ে পুঁজ রস ইত্যাদি বের করে দেয়া ভাল।

চিকিৎসা ঃ

❑ ফোঁড়া বা ব্রন একান্তই বসিয়ে দিতে চাইলে গম, যব ও মুগ সিদ্ধ কে পিষে প্রলেপ দিবে।

❑ ফোঁড়া বা ব্রন প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রযব চালুনি পানিতে পিষে কিংবা গো মরিচ পিষে অথবা খুঁটের ছাইয়ের প্রলেপ দিবে। এতে ব্রন বসে যায়।

❑ চিরতা, নিমছাল, যষ্টি মধু, মুতা, পলতা, বাসক ছাল, ক্ষেতপাপড়া বেনার মূল, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব ॥এসবের কাথ বা পাচন পান করলে ব্রনের জ্বালা দাগ প্রশমিত হয়।

❑ ফোঁড়ায় শজিনা মূলের ছাল বেটে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

❑ তোকমা পানিতে ভিজিয়ে ফোঁড়ার মুখের চার পার্শ্বে লাগিয়ে দিলে শীঘ্র ফোঁড়া পেকে যায়।

❑ ফোঁড়ার মুখ বাকী রেখে চতুর্দিকে মনা পাতা ছেঁচে লাগিয়ে দিলে মধ্যকা শক্ত পুঁজ পানি হয়ে ফেটে বের হয়ে যাবে।

www.kobirafbook.com

❑ দশমূল বেটে গব্য ঘিসহ আগুনে গরম করে প্রলেপ দিবে। এতে ফোঁড়া বসে যাবে।

❑ আম পাতা, নিম পাতা, কৃষ্ণ কলির মূল বা পাতা বেটে ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দিবে।

❑ ছোট গোয়ালের পাতা পিষে প্রলেপ দিলে ব্রন, ফোঁড়া পেকে আপনা আপনি পুঁজ বের হয়ে যায়।

❑ গুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, বাসক ছাল, নিম ছাল, ক্ষেতপাপড়া, খাদির কাষ্ঠ, মুতা॥এসবের পাচন করে পান করলে ব্রনঘটিত জ্বর আরোগ্য হয়।

❑ করন্ত, ভেলা, দন্তি, চিতামূল, কবরীমূল এবং কবুতর, কাক বা শকুনের মল॥এগুলো ফোঁড়া বা ব্রনে লাগালে তা ফেটে পুঁজ রস বের হয়ে যায়।

❑ শন বীজ, মূলা বীজ, মসিনা, শজিনা বীজ, তিল, সরিষা, যব, গম– এসব দ্রব্যের পুলটিস করে দিলে ফোঁড়া বা ব্রন পেকে উঠে।

❑ সাপের খোলস আগুনে ভস্ম করে সরিষার তেলে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া বা ব্রন পেকে যায়।

❑ গরুর দাঁত পানিতে ঘষে বিন্দুমাত্র ফোঁড়া বা ব্রনে লাগালে কঠিন ফোঁড়া বা ব্রন হলেও ফেটে যাবে।

যে কোন জ্বরের তদবীর

❑ ১১ বার দরূদ শরীফ এবং ৭ বার সূরা ফাতেহা পড়ে কার্পাস তুলার উপর ফুঁক দিয়ে ডান কানে রাখবে। অনুরূপ আমল করে আবার বাম কানে ধারণ করবে।

❑ যাবতীয় বেদনা ও জ্বরে চীনা মাটির বরতনে সাত বার সূরা ফাতেহা লেখে বৃষ্টি বা গোলাপ পানি দ্বারা ধুয়ে খাওয়াবে।

❑ অথবা, অনুরূপভাবে বিসমিল্লাহসহ নিম্নের তাবিজ লেখে সেবন করাবে।

اللهم ارحم جلدى الرقيق وعظمى الدقيق من شدة الحريق يا ام فلان ان كنت امنت بالله العظيم الاعظم فلا توذ الراس ولا تفسد الفم ولا تاكل اللحم ولا تشرب الدم وتحولى عن حامل هذا الكتاب الى من جعل مع الله الها اخر وصلى الله على النبى واله وسلم ـ

www.kobirajibook.com